তারাচরিত।

(রাজস্থানীয় ইতিহাস-মূলক আখ্যায়িকা।)

শ্রীমতী সুরঙ্গিণী প্রণীত।

কলিকাতা।

নং ১১ কলেজ স্কোয়ার, রায় যন্ত্রে

শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮১ সাল।

উৎসর্গ।

পরমপূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী

মহাশয় করকমলেষু।

স্বামিন্

আমার যে লেখা পড়া শিক্ষা হওয়া তাহা আপনার যত্নেই হইয়াছে। আপনি যত্ন না করিলে আমার বিদ্যা শিক্ষা হওয়া ভার হইত। আমার বিদ্যা চর্চ্চা দেখিয়া আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ইহাতে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হই। একদা তারা ... নামক নাটক খানি আমি পাঠ করিতেছি দেখিয়া আপনি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কেমন পড়িলে! আমি বলিলাম যে গ্রন্থকার যদি নাটক না লিখিয়া আখ্যায়িকা লিখিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। আমি বলিবামাত্র আপনি বলিলেন যে তুমিই কেন লেখ না। শুনিয়া আকাশ পাতাল ভাবনা হইল। মনে করিলাম যে আমাকে অধমা নারী ভাবিয়া তামাসা করিলেন। কি করি ভাবনা প্রবল হইল। এদিকে স্বামি-বাক্য অলঙ্ঘনীয় ভাবিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। লেখা সমাপ্ত হইলে আপনাকে শুনাইলাম;

শুনিয়া আপনি আহ্লাদিত হইলেন। তাহাতেই আমি স্বর্গ সুখ অনুভব করিলাম। এত দিনে আমার বিদ্যাশিক্ষা সার্থক হইল। এখন আপনার হস্তে আমার এই তারাকে অর্পণ করিলাম। আপনার চরণে স্থান পাইলেই যথেষ্ট হইবে। আমার আশা মহৎ হইল বটে, কিন্তু কি করি। সমুদ্রে সকল নদীই যায়, কেহই ত বিমুখ হয় না, আমি সেই ভাবিয়া অগ্রসর হইলাম। ইতি

১৫ই আশ্বিন, ১২৮১ সাল। } নিয়ত অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী শ্রীমতী সুরঙ্গিণী।

বিজ্ঞাপন।

তারা বাই নামক নাটক পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছিল যে গ্রন্থকার যদি নাটক না লিখিয়া আখ্যায়িকা লিখিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। কথায় কথায় আমি এই কথা আমার স্বামীর নিকট বলিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি আমাকে ঐ রূপ আখ্যায়িকা লিখিতে উপদেশ দেন। তাহার পর তিনি মহাত্মা কর্ণেল্ টড্ প্রণীত রাজস্থান গ্রন্থ হইতে তারা বাই ও পৃথ্বীরাজের বৃত্তান্ত পড়িয়া আমাকে শুনান। আমি ঐ বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া এই ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। তবে ভরসার মধ্যে এই যে আমার স্বামীর পরমবন্ধু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিনাথ ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছেন এবং ইহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রচার করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। এখন, গুণগ্রাহী মহোদয়গণের নিকট যদি ইহা আদরের সামগ্রী হয় তাহা হইলেই আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

পরিশেষে, এই অবসরে শ্রীযুক্ত হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতা,
১৫ই আশ্বিন, ১২৮১ সাল।

শ্রীমতী সুরঙ্গিণী।

তারাচরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সৌরাষ্ট্র দেশে অনল্‌ওয়ারা প্রদেশে বিখ্যাত বল্‌হর বংশীয় রাজগণ বাস করিতেন। দিল্লীশ্বর আলা তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিলে পর, তাঁহারা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তৎসন্নিহিত প্রদেশে গিয়া বাস করিলেন।

ঐ বংশে অতি পরাক্রমশালী অনেক রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুজবলে তথায় একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। অনতিকাল মধ্যে বুন্নাস-নদী-তীরবর্ত্তী টোডা টঙ্ক নগর তাঁহাদের অধিকার ভুক্ত হয়। এই বল্‌হর বংশে রাও সুরতন্‌ নামক একজন অতি বিচক্ষণ রাজা জন্মিলেন। তাঁহার রাজ্য শাসনের এমনি সুপ্রণালী যে টোডাবাসীরা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদ সহকারে রাজকার্য্যের সহকারিতা করিতে লাগিল। ফলতঃ রাজা নিজগুণে প্রজাদিগকে এমনি বশীভূত করিয়াছিলেন যে প্রজারা তাঁহাকে স্ব স্ব পিতৃবৎ জ্ঞান করিত। মহারাজ সুরতন্‌ যেমনি বীর্য্যবান তেমনি সুপুরুষও ছিলেন, তাঁহার রূপ দেখিলে তাঁহাকে

সাক্ষাৎ কন্দর্প বলিয়া সকলেরই মনে হইত। তাঁহার আজানু-লম্বিত বাহু যুগল, আকর্ণ চক্ষু, উন্নত ললাট, ও ক্ষীণ কটি দেখি-লেই তাঁহাকে একজন অসামান্য বীর পুরুষ বলিয়া মনে হইত। সুরতন্ যুদ্ধ বিদ্যায় এমনি নিপুণ ছিলেন যে কেহই তাঁহার সহিত সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইতে পারিত না। কিন্তু ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে? ভাগ্য যে কখন কাহার উপর প্রসন্ন ও কখন কাহার উপর অপ্রসন্ন তাহা বুঝিয়া উঠা মনুষ্যের সাধ্য নহে। তাহা না হইলে, পুরাকালে কত রাজাই প্রবল ছিলেন তাহা বলিয়া উঠা যায় না; এখন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইবে না। প্রবল প্রতাপান্বিত পরাক্রমশালী বীর্য্যবান রাজা সকল কোথায় গেলেন! রে ভাগ্য তোমাকে ধন্য! তুমি যে কখন কাহার উপর ধাবিত হইতেছ বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যখন যাহার অনুকূল থাক তখন সেই ধন্য। তাহা না হইলে রাজা যুধিষ্ঠির কেন বনগামী হইলেন। তুমি যদি তাঁহাদের উপর সুপ্রসন্ন থাকিতে তাহা হইলে তাঁহারা কখন বনগামী হইতেন না, অনেক দুর্লঙ্ঘ্য কষ্টও ভোগ করি-তেন না। যখন তুমি সদয় হইলে তখন তাঁহাদের আবার সেই হস্তিনায় একাধিপত্য স্থাপন করাইলে। তোমাকে ধন্য! তোমারই নির্দ্দয় দৃষ্টিপাতে সুরতনের রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে পরি-ত্যাগ করিলেন।

লিল্লা নামক দুর্দ্দান্ত আফগান সসৈন্যে আগমন করিয়া টোডা টঙ্ক অধিকার করিয়া তথায় একাধিপত্য স্থাপন করিল।

সুরতন্ এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া অরবল্লী পর্ব্বতের পাদদেশে মিওরার রাজ্যের অন্তর্গত বেডনোর নগরে আসিয়া বাস করিলেন। সেই সময়টী যে তাঁহার পক্ষে কি দুঃসময় তাহা মনে করিলে ব্যক্তিমাত্রেরই অনিবার্য্য শোকের উদ্রেক হইয়া থাকে। অসীম রাজ্যাধিকারী যে এমন করিয়া দুর্দ্দশাপন্ন হইবেন তাহা মনুষ্যের বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু জগতে কাহার ভাগ্য সকল সময়ে সমান থাকে না। তিনি এত দুঃখে পড়িলেও পরমেশ্বর তাঁহাকে নিতান্ত নিরাশ করিলেন না। তিনি বেডনোর প্রদেশের সর্দ্দারি প্রাপ্ত হইলেন। সুরতনের সহধর্ম্মিণী অতি অল্প কালেই কালের করাল গ্রাসে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সন্তান সন্ততি অধিক হয় নাই, কেবল তিনি তারা নামে এক অসামান্য সুন্দরী কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। তারা মাতৃহীন হইলেও পিতার যত্নে দিন দিন শশি-কলার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন। তারা পিতৃ বংশের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ ও বর্ত্তমান অবস্থা অবলোকন করিয়া বাল্যকাল অবধি অবলারঞ্জন বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি যে কুমারীজনোচিত বেশ ভূষা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার রূপ বরং সমধিক উজ্জ্বল ভাবই ধারণ করিয়াছিল। তাঁহাকে যে দেখিত সেই বলিত যে আহা কি মনোহর রূপ! এরূপ মোহিনী মূর্ত্তি কখন কাহার নয়ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে কি না সন্দেহ! সকলেই ভাবিতেন এ রূপ কল্পিত না প্রকৃত তাহা স্থির করা সহজ নহে। তাঁহাকে দেখিলেই

মনে হইত যে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তিনি বিরাজ করিতেছেন। কি আকর্ণ বিস্তারিত লোচন দ্বয়! কি অলৌকিক সুগঠিত ভুজ চরণ অঙ্গুলি নিকর! কি অসাধারণ মনোহর আনন! তাঁহার সেই চম্পক বিজয়ী বর্ণ শারদীয় চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছে দেখিয়া কাহার না মনে হইত যে ইনি সুরপুরবাসিনী কোন দেবকন্যা মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া সুরতন্ মহাশয়ের বংশ অলঙ্কৃত করিতেছেন। তারাকে দেখিয়া টোডা নগরের সকলেই বলিতেন, তারা বিধাতার মানস সরোবরের স্বর্ণকমল। বস্তুতঃ একে এই রূপরাশি তারাতে বিরাজ করিতেছে, তাহাতে আবার তিনি দিন দিন যুদ্ধ-বিদ্যায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন। এদিকে প্রকৃতিদেবীও নম্রতা, উদারতা ও মধুরতাদিগুণ নিচয়ে তাঁহাকে সুশিক্ষিত করিলেন। তারা অতি অল্পকালেই বিবিধ বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শিনী হইয়াছিলেন। তিনি অশ্বারোহণে এমনই পটু হইয়াছিলেন যে, অতি বেগগামী একটী অশ্ব হইতে আর একটী অশ্বে অনায়াসে যাইতে পারিতেন। তাঁহার বীরত্বের কথা অধিক কি বলিব তিনি এমনি তীর নিক্ষেপ করিতে জানিতেন যে, যাহাকে লক্ষ্য করিতেন তাহা প্রায় ব্যর্থ হইত না।

যৎকালে দুরাত্মা আফগান তারার পিতা সুরতন্ মহাশয়ের নিকট হইতে টোডা কাড়িয়া লয়, তখন তারা অতি বালিকা ছিলেন; তথাপি তাঁহার এমনি বীরত্ব যে, তিনি অনেক গুলি অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া টোডার উদ্ধারের চেষ্টা করেন। বীর বংশীয় বীর স্বভাবা তারা নিজে অনেকবার

সৈন্য দলের সমভিব্যাহারিণী হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সহিত এমনি নিপুণতা সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার তখনকার মূর্ত্তি দেখিলে কাহার না মনে বীররসের উদয় হইত? তাঁহার সেই মোহিনী মূর্ত্তিতে বীর বেশ কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছিল! তিনি যখন যুদ্ধ করিতেন, তখন তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতে পারে কাহার সাধ্য! এক দিন তারা যুদ্ধে গমন করিতেছেন, কতকদূর যাইয়া দেখিলেন অতি সমারোহে কোন রাজা আসিতেছেন। তাহার পর অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, তিনি মিওয়ারের অধিপতি রায়মলের কনিষ্ঠ পুত্র জয়মল। জয়মল আসিতেছেন জানিয়া তিনি প্রথমে কিছু ভীত হইলেন। কারণ তাঁহার মনে হইল যে, আবার কোন দুরাত্মা যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। কিন্তু তাঁহার মনের এই ভাবটী কেবল বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বীর ভাবে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার আকর্ণ লোচন প্রফুল্ল হইতে লাগিল, বাহুযুগল ক্রমশঃ বিস্ফারিত হইল, হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। যুবরাজ জয়মল দূর হইতে তারার অপূর্ব্ব রূপরাশির সহিত বীরবেশ দেখিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে এক অসামান্য রমণীকুলরত্ন অশ্বে বিহার করিতেছেন। দেখিবামাত্র তারার সেই ভাব তাঁহার হৃদয় পটে অঙ্কিত হইল। জয়মল মনে মনে বিধাতাকে এই বলিয়া শত শত ধন্যবাদ ও প্রশংসা করিলেন যে, এরূপ

অমূল্য রত্ন বিধাতা তাঁহার নিমিত্ত পথি মধ্যে রাখিয়াছেন। পরিশেষে রাজপুত্র জয়মল খানিকক্ষণ তারার রূপরাশি দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া কহিলেন সুন্দরি তুমি আমাকে স্বামিত্বে বরণ কর আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিয়া মানব জন্মের সার্থকতা লাভ করি, তোমার নয়ন প্রীতিকর রূপে আমি মুগ্ধ হইয়াছি এবং বীরত্ব দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। তারা এই সকল কথা শুনিয়া ক্ষণকাল অবিচলিত নয়নে গম্ভীরভাবে রহিলেন কিছু বলিলেন না। পরে গুণবতী সুশীলা তারা এই উত্তর করিলেন যে, হে মহাত্মন্ যদি তুমি স্বীয় বাহুবলে টোডা নগরের উদ্ধার সাধন করিতে পার তাহা হইলে আমি তোমার সহধর্ম্মিণী হইতে পারিব, তাহা হইলে তুমি অনায়াসে আমার পাণি গ্রহণ করিতে পারিবে। রাজপুত্র জয়মল তারার মুখনিঃসৃত মধুর বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া অসীম আনন্দরসে নিমগ্ন হইলেন এবং মনে মনে আপনাকে বহুভাগ্যশালী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তিনি যে এত অল্পকাল মধ্যে এরূপ সর্ব্বগুণ সম্পন্ন রমণী রত্ন লাভ করিবেন তাহা তাঁহার হৃদয় মধ্যে একবারও উদয় হয় নাই। যাহা হউক তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে যুদ্ধ যাত্রায় গমন করিলেন। তাঁহার যুদ্ধ সজ্জা দেখিয়া লোক মাত্রে এই বলিতে লাগিল যে এইবার বুঝি রায় সুরতনের রাজলক্ষ্মী প্রসন্ন হইলেন; এমন সুন্দর বীর্য্যশালী বীর পুরুষ কোথা হইতে আসিল। এদিকে জয়মলের সহিত আফগানদের যুদ্ধ হইতে লাগিল। যুদ্ধের কথা কি বলিব, এমন যুদ্ধ কেহ

কখন দেখে নাই, প্রায় ক্রমাগত সপ্তাহ যুদ্ধ হইতে লাগিল; কোন পক্ষেরই কিছুই হইতেছে না দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল। সকলে বলিতে লাগিল রাজপুত্র জয়মলের যুদ্ধে জয় হইবে। কিন্তু লোকের কথায় কি হইতে পারে। পরিশেষে শুনা গেল যে জয়মল যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছেন। শুনিয়া সকলে ক্ষুব্ধ ও নিস্তব্ধ হইল। পরিশেষে যুদ্ধে জয় লাভ করিতে না পারিয়া জয়মল সসৈন্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন রাজ্যশুদ্ধ সকলে একবাক্য হইয়া বলিতে লাগিল যে, জয়মলের যেরূপ উত্তম বংশে জন্ম গ্রহণ করা হইয়াছে তদনুরূপ কার্য্য হইল না। তিনি যদি টোডা উদ্ধার সাধন বিষয়ে কৃত সঙ্কল্প হইয়া বিশিষ্টরূপ যত্নবান হইতেন তাহা হইলেই তাঁহার কর্ত্তব্য কাজ করা হইত ও সকলের চিরকালের মনোরথ পূর্ণ হইত। বিদ্যাবতী রূপবতী গুণবিশারদ তারা তাঁহার প্রেয়সী হইতেন। এদিকে হতভাগ্য জয়মল জয়লাভে নিরাশ হইয়া বেদবিহিত শাস্ত্র-সম্মত সন্মার্গ পরিত্যাগ করিয়া অবৈধপ্রকারে তারাধিকারী হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রায় সুরতন্ তাঁহার এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার শ্রবণ করিয়া জ্বলন্ত অনল প্রায় হইলেন এবং তাঁহার এই দুষ্ট চেষ্টার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত তিনি জয়মলের প্রাণকুসুম হরণ করিলেন।

ক্রমে রাজ্যময় রাষ্ট্র হইল যে প্রসিদ্ধ মহারাজা রায়মলের পুত্র জয়মল মরিয়াছেন। সকলেই তাঁহার ঘৃণিত কর্ম্মের উপর দোষারোপ করিতে লাগিলেন। এই সকল শুনিয়া মুগ্ধ-

স্বভাবা তারা করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া বসিয়া আছেন। দিনমণি অস্তাচলাবলম্বন করিলে ক্রমে রাত্রি প্রায় যামার্দ্ধ হইল। নক্ষত্রমালা বিভূষিত চন্দ্রমা আকাশ মণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। ঝিল্লীরব ঘনীভূত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বর্ত্ম বিহারী আম্রকানন বিচরণশীল জম্বুক সমূহের প্রচণ্ড রব শ্রুত হইতেছে। মন্দ মন্দ ললিত সমীরণ স্পর্শে তারার কোমল গাত্র জুড়াইতেছে। পিককুল-কুহরিত-সঙ্কুল-নিকুঞ্জ বিহগকুল-ললিত-তান-হিল্লোলে আপ্লুত হইয়া রাত্রির রমণীয়তা সম্পাদন করিতেছে। ফুলদল বিগলিত নির্ম্মল পরিমলে উপবন আমোদিত করিতেছে। তারা কতই কি ভাবিতেছেন। এমন সময়ে একটী নবীনা বালিকা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া রাজবাড়ী প্রবেশ করিলেন। তারা দেখিতে পাইয়া অমনি ব্যস্তভাবে প্রাসাদের উপরি হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন একটী বৃদ্ধা সেই নবীন যুবতীকে লইয়া আসিয়াছে। রাজকুমারী তারা, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোথা হইতে আসিলে? বৃদ্ধা উত্তর করিল আমি সৌরাষ্ট্র হইতে আসিতেছি। এই কথা শ্রবণে রাজনন্দিনী তারার মুখ কালিমা ধারণ করিল, তাঁহার মনোমন্দিরে আনুপূর্ব্বিক সকলই উদয় হইল। তারা সে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন তোমরা সৌরাষ্ট্রের কাহার নিকট হইতে আসিলে এবং এই কন্যাই বা কাহার? তখন বৃদ্ধা মৃদু মৃদু ভাবে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ শ্রবণ কর, এই কন্যাটী সৌরাষ্ট্রের পূর্ব্বকার রাজার মন্ত্রীর প্রপৌত্রী। এই কথা শ্রবণ করিয়া তারার হৃদয় যেমনি

আনন্দরসে ভাসমান হইল আবার ততোধিক তাঁহার দুঃখও হইল। তখন তিনি তাঁহাকে, সখি তোমার নাম কি, জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, যে কিছু দুঃসহ চিন্তার উদয় হইয়াছে ; নয়নযুগল অপ্রশস্ত, অধরোষ্ঠ নিমীলিত, মধ্যে ঈষৎ বক্র হইতেছে ; মুখ কমল ঈষৎ নত, যেন অকালে পূর্ণ শশধরকে মেঘজালে লুক্কায়িত করিতেছে। তারা দেখিয়া প্রথমতঃ বিস্ময়াপন্ন হইলেন পরক্ষণেই তাঁহার সে ভাব দূরীভূত হইয়া অন্তঃকরণে প্রণয় সঞ্চার হইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলেন ভগিনি তোমার নাম কি ? তিনি উত্তর করিলেন রাজনন্দিনি আমার নাম মালতী, আমার ন্যায় দুঃখিনী এই জগতমণ্ডলে আর দ্বিতীয় নাই। আমাকে বিধাতা চিরদুঃখিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আমার দুঃখের কথা শুনিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরও মনে দয়া হয়। আমি সৌরাষ্ট্র দেশের রাজার মন্ত্রীর প্রপৌত্রী। শুনিয়াছি দুর্দ্দৈব বশতঃ দেশ পাঠান কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে রাজা দেশ পরিত্যাগ করিলেন। সেই শোকে আমার প্রপিতামহ কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন এবং সেই অবধি আমাদের বংশের ক্রমেই ক্ষীণদশা হইতে লাগিল। এক্ষণে আমাদের সকলেই মরিয়া গিয়াছেন ; কেবল আমি এই অসীম কষ্ট ভোগ করিতে রহিয়াছি। যতদিন বালিকা ছিলাম ততদিন গৃহে ছিলাম। এখন যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়াছি আর একাকী থাকা বিধেয় নয় জানিয়া আমার এই ধাত্রী আমাকে আপনার নিকট আনিলেন। তারা শুনিয়া আহ্লাদ সাগরে

ভাসিলেন এবং বলিতে লাগিলেন সখি অদ্যাবধি তুমি আমার সমদুঃখভাগিনী সহচরী হইলে। মালতী শুনিয়া বলিলেন আমাকে আপনি নিজ ঔদার্য্যগুণে সকলই বলিতে পারেন।

ক্রমে ক্রমে মেওয়ারে রাষ্ট্র হইল যে জয়মল বেডনোরে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজ রায়মলকে এ সংবাদ কে শুনাইবে এই এক হূলস্থূল গোলযোগ পড়িয়া গেল। এই মহা বিপদের সংবাদ তিনি কেমন করিয়া সহিবেন। তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি কেমন করিয়া পুত্র শোক সহ্য করিয়া থাকিবেন এবং তিনি তাহার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত যত্নবান হইবেন কি না এই ভাবনাই সকলের মনে বলবতী হইতে লাগিল। আবার অনেকে ভাবিতে লাগিল যে, সুরতন্ এমন কাজ কেন করিলেন; হয়ত তাঁহাকে আবার দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হইবে। এইরূপ রাজ্যমধ্যে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কথা আর কতকাল ছাপা থাকিবে। একদিন মহারাজ সন্ধ্যা সমীরণ সেবনার্থে পুষ্প উদ্যানে পাদ চারণ করিতেছেন এবং স্বীয় রাজ্যের বহুবিধ কুশল ভাবিতেছেন। যখন সন্ধ্যাদেবী নীলাম্বরাবগুণ্ঠনে ধরায় আগমন করিতেছিলেন, যখন কুলায়মুখগামী বিহঙ্গমদল কোলাহল কল্লোলিত সায়ংকাল উপস্থিত হইল দেখিয়া দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিল, পশ্চিম গগনাঙ্গনে কাঞ্চন ছটা প্রকাশী সূর্য্যপ্রভা ক্রমে ক্রমে বিলীন হইতে লাগিল, কুসুমচয়শোভনা সরসীর গর্ব্বভূতা সূর্যভামিনী কমলিনী ঈষন্মুদিত হইয়া মস্তক নত করিলেন, কুমুদ কলাপ বিকশিত

হইতে লাগিল, মন্দীভূত সমীর ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, শশধর নিজ কিরণ বিস্তার করিয়া ধরামণ্ডলকে স্নিগ্ধ করিতে লাগিলেন, চক্রবাকবধূ কান্ত বিচ্ছেদে করুণ স্বরে রব করিতে লাগিল, এমন সময় একজন লোক আসিয়া মহারাজ গমনোন্মুখ হইতেছেন দেখিয়াঁ বলিল মহারাজের জয় হউক। রায়মল দেখিয়া প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন কোথা হইতে আসিতেছ? শুনিয়া যুবক উত্তর করিলেন আমাকে মন্ত্রী মহাশয় পাঠাইলেন। তখন রাজা বলিলেন যাহা বলিতে হয় অসঙ্কুচিত চিত্তে বল। যুবক এই সাহস পাইয়া আনুপূর্ব্বিক জয়মলের সকল বিবরণ তাঁহাকে শ্রবণ করাইলেন। তিনি শুনিয়া ক্ষণেক শাল তরুর ন্যায় অচল এবং নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, ওহে যুবক ইহা কি সত্য না আমাকে প্রতারণা করিলে? যদি এই কর্ম্ম রায় সুরতন্ অকপট হৃদয়ে করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছি, তিনিই মনুষ্য; তাঁহার হৃদয় এতদিনে রাজপুতের বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এই বলিয়া পরক্ষণে একটা হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন, যে বংশে পুণ্যকীর্ত্তি সূর্য্যবংশীয়েরা জন্ম গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, সেই মহৎ বংশ কলঙ্কিত করিতে পাপাশয় দুরাত্মা জয়মল আমার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আমাকে যে আর তাহার মুখ দর্শন করিতে হইল না ইহাই ভাল। এই রূপ বলিতে বলিতে মহারাজ দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পর দিন প্রাতঃকালে বিচক্ষণ

মন্ত্রির সহিত পরামর্শ করিয়া রাও সুরতনকে বেডনোর উপ-
হার দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুরতন্ রায়মল দত্ত উপহার প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিলেন। পরে সমাগত দূতকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলে দূতবর আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া সুরতন্ মনে মনে মহারাজা রায়মলকে বহুবিধ প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং বলি লেন, তাহা না হইলেই বা কেন তিনি সূর্য্যবংশের প্রদীপ হইবেন। তাঁহার ন্যায় উদারচেতা মহৎ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। আর আমি যে ক্ষত্রকুলোচিত কাজ করিয়াছি ইহা জানিতে পারিয়া যে তিনি আমাকে বেডনোরের স্বামীত্ব প্রদান করিলেন ইহাতে তাঁহার পরিণামে ভালই হইবে সন্দেহ নাই। এইরূপ নগরের সকল লোকেও তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল এবং এই মহৎ গুণের ভূয়সী প্রশংসাধ্বনি সকল ঘরেই হইতে লাগিল।

মহারাজ রায়মলের তিন পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম সংগ্রামসিংহ। তিনি প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যের কথা এস্থলে লেখা বাহুল্য হইবে। দ্বিতীয়ের

নাম পৃথ্বীরাজ। তৃতীয়ের নাম জয়মল। অসীম শৌর্য্যশালী পৃথ্বীরাজের সহিত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাবীর সংগ্রামসিংহের বিবাদ বিতণ্ডা ও সংগ্রাম হয়। সেই অনৈসর্গিক দ্বন্দ যুদ্ধে সংগ্রাম-সিংহ বিকলাঙ্গ হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক কিছুকাল অজ্ঞাতবাস অবলম্বন করেন। মহারাজ রায়মল এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যারপর নাই অসন্তুষ্ট হন। তিনি পৃথ্বীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপু হে তোমার বিস্তর বাহুবল আছে, যুবরাজ তোমার অসীম বীরত্ব প্রভাবে মাতৃভূমি পরি-ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাতবাস স্বীকার করিয়াছেন। অধিক আর কি বলিব তোমার যথায় ইচ্ছা গমন কর। এখানে কষ্ট সহিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। স্বীয় বীরত্ব ও বাহুবল প্রভাবে অনায়াসে কালাতিপাত করিতে পারিবে"। কুমার পৃথ্বীরাজ মহারাজের এই হৃদয়ভেদী মর্ম্মপীড়ক বচনা-বলি শ্রবণ করিয়া ক্ষণেক অচলপ্রায় হইয়া ভাবিতে লাগি-লেন, যেমন অনুচিত কাজ করিয়াছি তাহার উপযুক্ত প্রতিফল অদ্য বিধাতা আমাকে দিলেন। যাহা হউক পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য। গমন করাই উচিত হইতেছে। রাজআজ্ঞাও অবশ্য পালনীয়া। এই ভাবিয়া পৃথ্বীরাজ রাজবাটী পরিত্যাগ করিলেন। সেই অবধি জয়মল কনিষ্ঠ পুত্র হইয়াও যৌব-রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুর পর বৃদ্ধ বিচক্ষণ সদ্বিবেচক সচিবগণের সুপরামর্শে মহারাজ পৃথ্বী-রাজকে দেশে আনাইলেন। তিনি যে সকল বীরপুরুষোচিত কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা দিগন্তব্যাপিনী প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন

তাহা মহারাজের অবিদিত ছিল না। সম্প্রতি তিনি মিনা-জাতিকে পরাস্ত করিয়া গোড়ওয়ারে মিওয়ারের আধিপত্য পুনর্ব্বার সংস্থাপিত করাতে মহারাজ তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বকৃত সমুদায় অপরাধ মনে মনে মার্জ্জনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি মন্ত্রীরা পরামর্শ দিবা মাত্রই প্রসন্ন মনে স্নেহপূর্ণ বচন পরম্পরাপূরিত পত্র প্রেরণ করেন। পৃথ্বীরাজ পিতার সেই স্নেহময়ী মধুর কর্ণসুখদায়িনী পত্রিকা পাইয়া যেন আহ্লাদ সাগরে সন্তরণ করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন পিতা যে আমাকে মনে করিয়া পত্র লিখিয়াছেন ইহাতেই আমার যথেষ্ট হইয়াছে। আমি যে দেশত্যাগী হইয়াছি, ইহাতে কি পিতার অন্তরে বজ্রের ন্যায় আঘাত লাগে নাই। তিনি কি করিবেন, আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি পিতৃস্নেহে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম। উঃ পিতা মাতার স্নেহ কি অপূর্ব্ব মধুময় পদার্থ! আমি কি কঠিন! সেই স্নেহে এতদিন বঞ্চিত ছিলাম! এখন যে বিধাতা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই অসীম রত্নভাণ্ডার মিলাইয়া-ছেন ইহাতে তাঁহাকে আমার উপর প্রসন্ন বলিতে হইবে। যাহা হউক এখন পরমারাধ্য পরম দেবতা পিতার চরণ-কমল দর্শন করিয়া মন পরিতৃপ্ত করি। এই বলিয়া তিনি এক দ্রুত-গামী তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া তথা হইতে বাহির হইলেন। এবং অতি শীঘ্র মিওয়ারের রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। পৃথ্বীরাজ পিতৃসমীপে সমাগত হইবার পরেই মহারাজ জয়মলের অকীর্ত্তির কথা সকল ব্যক্ত করিলেন। করিয়া বলিলেন সেই

কুলাঙ্গার পিতৃনাম কলঙ্কিত ও সূর্য্যবংশের অপ্রতিহত গৌরব স্বীয় দুশ্চরিত্র দ্বারা হীনপ্রভ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাকে যে রাও সুরতন্ এইরূপ দণ্ড দিয়াছেন তাহা তিনি যুক্তিযুক্ত কাজ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। বৎস এখন আর তাহার অনুশোচনা করা বৃথা। তোমাকে বলিতেছি তুমি বেডনোরে গমন করিয়া বীরবংশের মর্য্যাদা রক্ষা কর। টোডার উদ্ধার সাধন করিয়া তারার পাণিগ্রহণের অধিকারী হও। পৃথ্বীরাজ পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার অপ্রতিহত আদেশ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন। বীরত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবেন ইহা অপেক্ষা প্রীতি-কর বিষয় আর কি হইতে পারে! অতএব তিনি পিতাকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া তথা হইতে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া অতি শীঘ্র বেড-নোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যে কিছুই চেনা যাইতেছে না, এবং সুরতন্ যে কোথায় আছেন তাহারও কোন সন্ধান পাইতেছেন না। পরে তিনি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সম্মুখে এক মনোহর পুষ্পোদ্যান দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া ভাবিলেন যে দেখি ইহার ভিতর কোন মনুষ্য থাকে ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করি রাও সুরতন্ কোথায় আছেন। এই মনে করিয়া সেই উদ্যানোন্মুখ হইলেন। আহা উদ্যানটী কি মনোহর! এমন কখন নয়ন গোচর হয় নাই। উদ্যান মধ্যে একটী মনোহর অট্টালিকা আছে। তাহাতে উদ্যান যে কি সুন্দর সাজিয়াছে তাহা বলিতে

পারি না। কোথাও কলনাদী বিহঙ্গমগণ কলকল ধ্বনি করিতেছে, কোথাও কমলিনী প্রস্ফুটিত হইয়া স্বীয় প্রিয়তম দিবাকরকে আলিঙ্গন করিতেছে ও তরুলতা সকল ফলভরে অবনত হইয়া উদ্যানের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে, তমাল তরু শাখার উপরি কোকিল কুহু কুহু করিয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে, ভ্রমরগণ গুণ গুণ ধ্বনি করিতে করিতে ফুল হইতে ফুলান্তরে পরিভ্রমণ করিতেছে, গৃহপালিত জন্তু সকল শান্তভাবে চরিতেছে, দেখিতে দেখিতে পৃথ্বীরাজ সেই উদ্যান মধ্যস্থিত অট্টালিকার নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। শব্দ পাইয়া মালতী বলিতেছেন রাজকুমারি কোন অশ্বারূঢ় এই পথে আসিতেছেন। অশ্বের পদধ্বনি শুনা যাইতেছে। তারা বলিলেন সখি এ বিজন প্রদেশে কেন অশ্বারূঢ় আসিবেন ? তবে কি আবার দুর্বৃত্ত যবন আমাদের এই অবস্থাতে উৎপীড়ন করিতে আসিতেছে ? তবে চল সখি আর এস্থানে আমাদের ন্যায় সহায়হীন নারীদ্বয়ের থাকা উচিত হইতেছে না। এই বলিয়া তারা তথা হইতে যেমন বাহিরে আসিবেন অমনি সেই বীরবেশধারী পৃথ্বীরাজকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া অমনি চমকিয়া উঠিলেন। তখন পৃথ্বীরাজ বলিলেন, ভদ্রে ভয় নাই, আমি শত্রু নহি, আপনারা কেবল দয়ার বশবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে বলিয়া দিউন্ যে, রাও সুরতন্ এখন কোথায় আছেন। বলিয়া দিয়া আমাকে বাধিত করুন্। এই কথা শুনিয়া মালতী বলিলেন হে ভগবন্ আপনি কে ? রাজকুমার উত্তর করিলেন ভদ্রে

আমি মহারাজ রায়মলের পুত্র। মহারাজ সুরতনের রাজ্যচ্যুত হইবার কথা শুনিয়া আমি পিতৃ আদেশে তাঁহার সাহায্য করিতে আসিয়াছি। এই কথা বলিবামাত্র মালতী বলিলেন মহাশয় আপনি অশ্বারোহণ করুন্ আমি লইয়া যাইতেছি। পৃথ্বীরাজ সুরতন্ সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কীর্ত্তি-দেবী তাঁহার নাম পূর্ব্ব হইতে বেডনোরে প্রচারিত করিয়া দিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা ভট্টগণ ও কবিগণ পূরণ করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে দিল্লীতে পৃথ্বীরাজ নামে এক অদ্বিতীয় শৌর্য্য-বীর্য্যশালী রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ নামটী ক্ষত্রিয়বংশীয় সুন্দরীদিগের নিকট এতই আদরণীয় হইয়া-ছিল যে, মিওয়ারের রাজপুত্র পৃথ্বীরাজ বেডনোরে আগমন করিবামাত্র তারার মন সেইদিকে পক্ষপাতী হইতে লাগিল। এদিকে সুরতন্ এবং পৃথ্বীরাজের রাজ্যবিষয়ক নানা কথোপ-কথনের পর তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

পৃথ্বীরাজের বাসস্থানের অনতিদূরেই তারার গৃহ ছিল। এক দিন পৃথ্বীরাজ কথোপকথন চ্ছলে তারার সহিত তাঁহার পরিণয়ের কথা বলিলেন। শুনিয়া তারা পিতার আদেশানুসারে পৃথ্বীরাজকে বলিলেন যদি আপনি এই প্রতিজ্ঞা করেন যে "টোডা জয় করিয়া সুরতন্ মহাশয়কে দিব নতুবা বৃথা রাজ-পুত নাম ধারণ করি" তাহা হইলে আমি আপনার সহধর্ম্মিণী হইতে অঙ্গীকার করিব। পৃথ্বীরাজ প্রতিজ্ঞা করিলেন। এই রূপ কথোপকথনের পর তারা আপনার আবাস গৃহে আগমন

করিলেন। তারার মুখকমল অধিকতর প্রফুল্ল দেখিয়া মালতী বলিলেন সখি অদ্য আপনাকে এত আনন্দিত দেখিতেছি কেন? মেঘ চাহিতেই জল। আর যে দেখিতেছি স্বর সহিতেছে না। আপনি যে যুবরাজের মোহন রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়াছেন। তারা বলিলেন সখি কি বলিলে আমি রূপে মুগ্ধ হইয়াছি! মালতী বলিলেন, আমি ত কোন অনিষ্টের কথা বলি নাই। রাজকুমারি আপনি যৌবন পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন, আপনার বিবাহের সময় হইয়াছে। শুনিয়া তারা বলিলেন, সখি এ পরিহাসের সময় নয়, আমি কাহারও রূপ কি মিষ্ট আলাপে পাগলিনী হই না, যাহারা শুদ্ধ তাহাতে ভুলিয়া যায় তাহারা রমণী কুলের অধম। মালতী বলিলেন সখি তোমার কথা আমার ভাল বোধ হইতেছে না। আচ্ছা বলুন দেখি সিংহের ভক্ষ্য বস্তু করি-মস্তক হইয়া থাকে, সে ছাগ মুণ্ড কখন আহার করে না। যুবরাজ যেমনি সুপাত্র আপনিও তদনুরূপ। যদি বিধাতার অনুগ্রহে আপনাদের উভয়ের মিলন হয় তবে কি অকৃত্রিম শোভাই সম্পাদন হইবে। জগতে রূপ আর মিষ্ট আলাপের চেয়ে রমণীর মন মুগ্ধকারী উপকরণ আর কি আছে! তারা বলিলেন, হাঁ। তাহা সামান্যা নারীতে সম্ভবে বটে। মিষ্টভাষী রূপবান পুরুষকে দেখিলে তাহারা একবারে অধৈর্য্যা হইয়া পড়ে। কিন্তু সজনি যাহারা কামিনী কুলের প্রধান বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন তাঁহারা পুরুষের রূপের আদর বেশী করেন না। তাঁহারা শৌর্য্য বীর্য্য পুরুষার্থ প্রভৃতিরই বিশেষ আদর করিয়া

থাকেন। তুমি কি ইতিহাসের কথা শুন নাই? অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করিয়া পাঞ্চালী রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। পাঞ্চালী কেবল তাঁর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হন নাই। আর দেখ হেড়ম্বা রাক্ষসী বটে, কিন্তু তাঁর বীরত্বের উপর কত আদর ছিল। তিনি ভীমের বীরত্বের কথা শুনিয়া তাঁহাকে বরমাল্য দিয়া নিজ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দেখ দেখি সখি কৈ কেহইত কাহারও রূপের পক্ষপাতী হইলেন না, সকলেই শূরত্বের ও বীরত্বের গুণে বশীভূত হইয়াছেন, আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদি যুবরাজ এই যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করিব। তাঁহাদের এই রূপ কথোপকথন হইতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে যুদ্ধ যাত্রার সমুদায় অনুষ্ঠান হইলে, অল্প কালের মধ্যেই তাঁহারা সকলেই যুদ্ধের নিমিত্ত বাহির হইলেন। আর এই পরামর্শ হইল যে মুসলমান ধর্ম্মের আদি গুরু ও প্রবর্ত্তক মহম্মদের দৌহিত্রদিগের নিধন প্রাপ্তি দিবসীয় তিথি প্রস্তাবিত সংগ্রামের দিবস অবধারিত হউক। পাঁচশত অশ্বারোহী মহাবীর সমভিব্যাহারী হইলেন। বীর কুলচূড়ামণি পৃথ্বীরাজ যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। শুনিয়া সকলে জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিল। তারা রাজকুমারকে গিয়া বলিলেন যে আমিও আপনার সহকারিণী হইব। পৃথ্বীরাজ বলিলেন সুন্দরি

তোমার গমনে প্রয়োজন নাই, আপনি রাজকুমারী হইয়া যুদ্ধ কষ্ট সহিতে পারিবেন না। আপনি যুদ্ধ স্থান ভয়ঙ্কর দেখিয়া ভয় পাইবেন, তাহা হইলে আর আমরা দিক্ রক্ষা করিতে সাহসী ও সমর্থ হইব না। আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে প্রতি গমন করুন্, আমি অতি সত্বরই যুদ্ধ জয় করিয়া সেই উৎপীড়কদিগের মাথা রাও সুরতনকে উপঢৌকন দিব। আপনার কোমল অঙ্গ পথের কষ্টের যোগ্য নহে। দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যা আপনার বাস স্থান। কেমন করিয়া সমর শয্যায় অভিলাষিণী হইতেছেন। আমি বলিতেছি আপনি কোমল কমল তুল্য স্ত্রীজাতি, কি জানি যদি রণ তুফান দীর্ঘ-কাল আন্দোলিত হইতে থাকে তাহা হইলে আপনাকে রক্ষা করা ভার হইবে। এই সকল কথা শুনিয়া তারা বাই বলিলেন, হে মহাত্মন্ আমাকে নিষেধ করিবেন না, আমার মন রণ তরঙ্গে নৃত্য করিবে, আমি তাহাই ভাল বাসিব; আর যদি আমার এই ছার প্রাণ পিতার রাজ্য উদ্ধারের জন্য যায় তাহাতে আমি কিছুমাত্র ভীত নহি, কারণ যদি পিতার রাজ্যের আমা হইতে কোন কার্য্য না হইল তবে এ জীবনে আর কাজ কি? হে সদাশয়! আমাকে নিষেধ করিবেন না। যদি আমা হইতে আপনার কোন উপকার হয় তাহা হইলে আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। এই রূপ অনেক বাক বিতণ্ডার পর তারার যাওয়াই স্থির হইল।

যাত্রা কালে তারার মনে পড়িল যে প্রিয় সহচরী মালতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করা হয় নাই। তিনি তখন তাড়া তাড়ি

মালতীরে বলিতে লাগিলেন সজনি জন্মের মতন বিদায় দাও, এই দেখা শেষ দেখা আর দেখা দুর্ল্লভ হইবে, সখিএস একবার গাঢ় আলিঙ্গন করি, তোমার সুধারূপ প্রণয় পীযূষ পান করিয়া এত দিন জীবন রূপ তরু সিঞ্চাইয় রাখিয়া ছিলাম। অদ্য সেই সলিল ছাড়িয়া আমি যাইতেছি। সজনি একবার আমাকে প্রণয় সম্বোধনে আহ্বান কর, সেই সুধা পান করিয়া আমি সমরে জীবনাহুতি দিতে যাইতেছি। এই বলিয়া তারা নিস্তব্ধ হইলে, মালতী বলিলেন কেন আজ এরূপ নিষ্ঠুর বাক্যবাণ হানিয়া আমার হৃদয় বিদ্ধ করিতেছ। তোমার এই হৃদয় ভেদী কথা সকল প্রয়োগ করা উচিত হয় না। তথন তারা যুদ্ধের বন্দোবস্ত আনুপূর্ব্বিক সকল বলিলেন। শুনিয়া মালতী ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূতলশায়িনী হইয়া মূর্চ্ছিত প্রায় হইলেন। দেখিয়া তারা বলিলেন সখি এ অমন করিবার সময় নয়, এখন আমাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা কর। তুমি অমন করিলে আমি ভগ্নোৎসাহ হইব। সজনি উঠ উঠ আমাকে আলিঙ্গন কর। তারা এই বলিলা অনেক প্রবোধ দিলে পর, মালতী নয়ন উন্মীলন করিয়া বলিলেন, আর উঠিবার শক্তি নাই, কোন্ শক্তিতে উঠিব বল। এই বলিয়া মালতী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তথন তারা আর রোদন সম্বরণ করিতে না পারিয়া মালতীর গলদেশে বাহুলতা বেষ্টন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তারা উঠিয়া মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া রণোন্মুখে ধাবিত হইলেন।

এ দিকে পৃথ্বীরাজ তারার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দুই জনে মিলিত হইয়া টোডায় উপস্থিত হইলেন। যাইয়া দেখিলেন যে, চকে তাজিয়া অর্থাৎ মহম্মদ দৌহিত্রদিগের মৃতদেহের স্বরূপ স্থাপিত হইতেছে। দেখিয়া অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া পৃথ্বীরাজ ও তারা এবং পৃথ্বীরাজের চিরবন্ধু সেনগড়াধিপতি এই তিন জনে মহরমের তাজিয়ার সমভিব্যাহারী লোকদিগের সঙ্গী হইলেন। যে সময়ে তাঁহারা সেই সঙ্গে মিলিলেন তখন তাজিয়া আফগান লীল্লারাজের প্রাসাদ সন্নিহিত হইয়াছিল। তাজিয়ার সমভিব্যাহারী হইবার জন্য তিনি পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছিলেন। পরদেশী আরোহী তিনটী কে ? এই প্রশ্নটী মাত্র তিনি স্বীয় পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিলেন এমন সময় পৃথ্বীরাজ ও তারা বাইর ধনুর্নিঃসৃত দুই প্রবল বাণ তাঁহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া অবশেষে তাঁহাকে ধরাতলশায়ী করিল। এই আকস্মিক ঘটনা অবলোকন করিয়া আফগান দলের সকলে হা হতোস্মি বলিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল, এবং তাহারা ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার পূর্ব্বেই ইহাঁরা তিন জনে নগরের ধারে উপস্থিত হইলেন। হইয়া দেখিলেন যে এক প্রকাণ্ড হস্তী নগরের দ্বার রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। দেখিবামাত্রই তারা হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা করিবরের শুণ্ড চ্ছেদন করিলেন। গজরাজ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পলায়ন করিল। এই অবসরে তাঁহারা সসৈন্যে নগর আক্রমণ করিলেন। দেখিয়া অধিবাসী সকলে জয় ধ্বনি করিতে লাগিল।

এইরূপ তাঁহারা নগর দখল করিলেন বটে কিন্তু তাহাতে

তাঁহাদের সংশয়াপনোদন হইল না। কারণ অচিরকালের মধ্যে আফগান সেনা সকল সজ্জীভূত ও দল বদ্ধ হইয়া যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইল। তখন পৃথ্বীরাজ প্রভৃতি সকলে যুদ্ধ সজ্জা করিতে লাগিলেন। এই রূপে উভয় দল ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইতে লাগিল। এক দিন ঊষার প্রাক্কালে দিন মণি পূর্ব্ব দিক হইতে অলক্তাক্তের ন্যায় উদয় হইতেছেন দেখিয়া কুমুদিনী নায়ক স্বীয় সকলঙ্ক কর নিকর সংযত করিয়া অস্তাচলাভিমুখী হয়েন, যখন নলিনী কুল ঈষদ্বিকাশিত হইল, কহ্লার সমূহ দলাবগুণ্ঠণ অবলম্বন করিল, মৃগগণ মৃগধরের অদর্শনে আনন্দাতিশয় সহকারে বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিল, পেচকাদির দৃষ্টি পথ অবরুদ্ধ বিলোকনে নিরীহ বিহঙ্গম সকল আপনআপন শাবক সমূহকে স্ব স্ব রবে আহার প্রদান করিয়া ভোজনানুসন্ধানে গমনোদ্যত হইল, প্রভাতানিল মন্দ মন্দ সঞ্চরণ দ্বারা জীব লোকের আনন্দ সম্পাদন করিতে লাগিল, এমন সময়ে উহা-দের উভয় দলে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সংগ্রামের কথা কি বলিব! এমন সংগ্রাম কখন কাহারও নয়নাদর্শে দর্শিত হইয়াছে কি না সন্দেহ। যুদ্ধ স্থল কি অপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর রূপই ধারণ করিয়াছে! দেখিলে হৃদয়ের রক্ত শুকাইয়া যায়। গজে গজে, অশ্বে অশ্বে, তীরে তীরে, ধনুতে ধনুতে, পদাতিতে পদাতিতে, যুদ্ধ হইতে লাগিল। এমনি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল যে দূরবর্ত্তী লোক সকল শুনিয়া একটা মহাভাবী বিপদ আশঙ্কা করিতে লাগিল। এক জন মহাবলশালী

সৈন্যের সহিত তারার যুদ্ধের উপক্রম হইতে লাগিল। সেই বীর পুরুষ সগর্ব্ব বচনে বলিতে লাগিল, সুন্দরি আর বড় বিলম্ব নাই, এখনি পৃথ্বীরাজকে সমন ভবনে প্রেরণ করিয়া, তোমাকে লইয়া আমাদের রাজার হৃদয়ের ঈশ্বরী করিব। এই আস্ফালন বাক্য যখন তারার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল তখন তিনি বলিলেন, রে দুরাত্মন! তোর এত স্পর্দ্ধা যে আমাকে এমন কথা বলিস্? এখনি তাহার প্রতিফল পাইবি। এই বলিয়া তারা ঘন ঘন তরবারি চালন করিতে লাগিলেন এবং এমনি নৈপুণ্য সহকারে আপনাকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন যে দেখিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইল। তরবারি সন্ সন্ চালিত হইতে লাগিল। অশ্ববর তালে তালে ঘূরিতে লাগিল। এইরূপ তাহার সহিত তারার তুমুল সংগ্রাম হইল। কে যে কাহার উপর তীর নিক্ষেপ করিতেছে তাঁহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এইরূপে দুই জনের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে হইতে বীর্য্যশালিনী তারা স্বীয় হস্ত স্থিত তীক্ষ্ণ তরবারি দ্বারা তাহার মস্তক ভূতলে পাতিত করিলেন। দেখিয়া সকল লোকে তারাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

হেথায় তারা বাই সমরান্তে পৃথ্বীরাজের কোন সংবাদ না পাইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠা সহকারে তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শুনিলেন যে তিনি শত্রুমধ্যে বেষ্টিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন। শুনিয়া তাহার হৃদয় আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। পরিশেষে তারার কোমল হৃদয় মধ্যে উত্তাল

তরঙ্গ মালার ন্যায়, ঘন ঘন এই চিন্তা-উর্ম্মি উদয় হইতে লাগিল, যে কেমন করিয়া পৃথ্বীরাজ সেই অসংখ্য সৈন্য জয় করিয়া আসিবেন। এই রকম ভাবিতেছেন এমন সময়ে পৃথ্বী-রাজ স্বয়ং বীরবেশে জয় পতাকা উড্ডীন করিতে করিতে আসিয়া তারাকে সম্বৰ্দ্ধন করিলেন এবং বলিলেন রাজ-কুমারি অদ্য আমার দুঃখের নিশি প্রভাত ও সুখের দিন উপস্থিত হইল। এই বলিয়া তিনি নিরস্ত হইলেন। তারা মনে মনে মহা আনন্দিত হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে বলিলেন, বীর-বর তবে আর এখানে ক্ষণ বিলম্বের আবশ্যক হইতেছে না, চলুন যাইয়া পিতৃদেবের নিকট টোডা জয়ের সংবাদ আমরা দিইগে।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে তাঁহারা শুনিলেন যে লিল্লার সহোদর যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইতেছেন। শুনিবামাত্র তাঁহারা বিদ্যুতবেগে আফগানীয় সৈন্যের সম্মু-খীন হইলেন। তাঁহাদের সহকারী বীরপুরুষ সকল তাঁহাদের পার্শ্ববর্ত্তী হইল। পুনর্ব্বার ঘোরতর সংগ্রাম হইল। টোডা রাজ্য আফগাণীয় অধিকারে থাকে এই আশায় লিল্লার সহোদর যত শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিলেন সকলই বিফল হইল। পরিশেষে তিনিও রণভূমিতে মানবলীলা সম্বরণ করি-লেন।

পৃথ্বীরাজ ও তারার যুদ্ধ জয়ের বৃত্তান্ত লিল্লার পরম বন্ধু আজমীরাধিপতি নবাব মল্লুখাঁ, অচিরকাল মধ্যেই শুনিতে পাইলেন। শ্রবণমাত্রই অতিশয় রোষ পরবশ হইয়া বলিলেন

কাফর হিন্দু বংশোদ্ভব এই ক্ষত্রিয় যুবক যুবতীকে এখনি ইহার প্রতিফল দিতে হইবে। এই বলিয়া তিনি যুদ্ধার্থ সসৈন্যে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া টোডাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে সূর্য্য সম তেজস্পুঞ্জ সূর্য্যবংশাবতংস পৃথ্বী-রাজ এই সংবাদ শুনিয়া স্থির করিলেন যে, মুসলমানদিগকে আর চড়াও হইতে দেওয়া হইবে না, আজমীর রাজ্যেই নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। মনে মনে ইহাই স্থির করিয়া পৃথ্বীরাজ যুদ্ধসজ্জা করিতে লাগিলেন। তারার শিবিরে ঐ সংবাদ পৌছিল। তিনিও সজ্জিত হইয়া বীরমণ্ডলীর সমভিব্যাহারিণী হইলেন। রণ তুরঙ্গ সকল তীরবেগে গমন করিতে লাগিল। পৃথ্বীরাজ ও তারা সসৈন্যে যবন রাজ্যের সন্নি-হিত হইলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যবন শিবির আক্রমণ করিলেন। তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হইল। যুদ্ধে বস্তর যবন সেনা মরিল। অবশিষ্ট দিগকে বন্দী হইতে হইল। পৃথ্বীরাজ ঐ বন্দীদিগকে সঙ্গে লইয়া, সেনা পরিবৃত হইয়া তারা সমভিব্যাহারে আজমীরের সম্মুখস্থিত গড় বিঠ্-ঠলী নামক কেল্লায় প্রবেশ করিলেন। আজমীর সম্পূর্ণ-রূপে তাঁহার করতলগত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া, ও, টোডায় কোন নূতন উপদ্রব নাই অবগত হইয়া, এবং, হইবারও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া, পৃথ্বীরাজ তারাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চলুন্ আপনার প্রস্তাবানুসারে গিয়া আমরা স্বয়ং সুরতন্ মহাশয়কে যবন পরাজয়ের শুভ সংবাদ দি। তারা সম্মত হইলেন এবং পৃথ্বীরাজের সমভিব্যাহারে বেডনোরে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পথি মধ্যে কতই কি শোভা সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। অটবী সকল কি সুন্দর শোভাই ধারণ করিয়াছে দেখিলেন। নানা প্রকার বনপুষ্প বিকসিত হইয়া সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। আর বৃক্ষে বৃক্ষে কত রকমের সুদৃশ্য পক্ষী সকল কলরব করিতেছে। তাহাদের মধুর সঙ্গীত সকল কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া শরীর জুড়াইতেছে। এইরূপ অপূর্ব্ব মনোহর পদার্থ সকল দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বেডনোরে আসিয়া পৌঁছিলেন। তারা আসিতেছেন শুনিয়া নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাঁহাকে দেখিতে লোলুপ হইল। তারা সকলকে যথা বিহিত অভিবাদন করিয়া পৃথ্বীরাজের সহিত যাইয়া রাও সুরতন্‌কে করযোড়ে প্রণাম করিলেন এবং যথাযথ সমর বৃত্তান্ত জয় লাভ পর্য্যন্ত সকল বর্ণন করিলেন। শুনিয়া রাজা সস্নেহে উঠিয়া উভয়ের চিবুক ধারণ করিয়া শিরঃঘ্রাণ করিলেন।

পৃথ্বীরাজ গদগদ কায় হইয়া স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করি লেন। এদিকে মালতী শুনিলেন যে তাঁর প্রাণ সখী রণজয়ী হইয়া আসিয়াছেন। শুনিয়া তিনি যেমন তাড়াতাড়ি আসি- তেছিলেন অমনি সম্মুখে তারাকে দেখিতে পাইলেন। তারা অমনি মালতীকে প্রিয় সম্বোধন করিয়া বলিলেন সখি কোথায় যাইতেছ? এই বলিয়া দুইজনে দুইজনকে কোমল মৃণাল ভুজযুগল দ্বারা বেষ্টন করিলেন। মালতী বলিলেন অদ্য কি সুপ্রভাত হইয়াছিল যে, তোমার বদন কমল নিরীক্ষণ করিলাম। সজনি তোমার গমনাবধি আমি মৃত প্রায় ছিলাম। অদ্য মরা দেহে জীবন দান পাইলাম। অদ্য জলদ জাল হইতে পূর্ণ শশধর উদয় হইল। অদ্য চাতকিনীর প্রয়াস পরিতৃপ্ত হইল। ঘন দরশনে যেমন সর্ব্বলোক আহ্লা- দিত হয় আমি তাহার অপেক্ষাও আহ্লাদিত হইলাম। সখি বলিতে কি এখন কেবল আমার মন তোমার পরিণয় প্রতীক্ষা করিতেছে। এই বলিতে বলিতে দুইজনে শয়ন গৃহাভিমুখে গমন করিলেন।

রাজাজ্ঞায় তারার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। নগরী উৎসবময় হইল। চতুর্দ্দিকের লোক সকল রাজকুমারী তারার পরিণয় হইবেক শুনিয়া আহ্লাদে ভাসমান হইয়া আসিতে লাগিল। কি ছোট কি বড়, কি ধনী কি নির্ধন, সকলেরই মুখ প্রফুল্ল কমলবৎ ভাসিতেছে। নগর এইরূপে সাজান হইল যে, দেখিয়া সকল লোক চমৎকৃত হইল, এবং, বলিতে লাগিল যে, নাই বা হইবে কেন, তারার বিবাহ। এই

সকল সন্দর্শন করিতে করিতে পৃথ্বীরাজ রাজপথে পদচারণ করিতেছেন। কতই কি সুখচিন্তা বিশাল তরঙ্গমালার ন্যায় তাঁহার হৃদয়কে আপ্লুত করিতেছে। কোথাও দেখিতেছেন যে লোক সকল আমোদে উন্মত্ত হইয়া গ্রাম্য সঙ্গীত দ্বারা মনকে চরিতার্থ করিতেছে। কোথাও দেখিতেছেন যে অসংখ্য শ্রুতিমধুর মনোহর বাজনা সকল বাজিয়া লোকদিগকে আমোদিত করিতেছে। কোথাও নাচ কোথাও তামাসা হইতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে পৃথ্বীরাজ ক্রমে ক্রমে রাজবাটীর সম্মুখীন হইলেন। দেখিলেন যে তারাবাই বসিয়া আছেন এবং মালতীর সহিত কি কথোপকথোন হইতেছে। মালতী বলিতেছেন সখি আপনিই এই ধরাতলে ধন্য। নারী কুল পবিত্র করিবার জন্যই বিধাতা আপনাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি আপনার মধুর রূপে বা প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছিনা। রাজকুমারি যাহার অন্তঃকরণে এত অধিক পরিমাণে স্বদেশের রক্ষার যত্ন তিনি কি প্রশংসার পাত্রী হইতে পারেন না! সজনি আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে সুরতন্ মহাশয় তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমার মনোভীষ্ট সিদ্ধ করুন্। তারা বলিলেন সখি তুমি আমাকে ভাল বাস বলিয়া কি আমাকে এত বলিতে হয়? সখি আমি তোমাকে বলিতেছি আমি এত প্রশংসার কাজ কি করিয়াছি যে আমার এত সুখ্যাতি করিতেছ? দেখ সখি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা স্ব স্ব কার্য্যের যথার্থ রূপে অনুষ্ঠান করিতে

পারিয়াছেন তাঁহারই কেবল প্রশংসার পাত্র হন। দেখ দেখি সতী দাক্ষায়ণী ও সীতাদেবী যেমন নারীকুল চিরউজ্জ্বল করিয়াছেন ইতিহাসে আরও অমন কত উপমা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বল দেখি আমি কেমন করিয়া প্রশংসার যোগ্য পাত্রী হইলাম! এই সকল কথা পৃথ্বীরাজ অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া মনে মনে বলিলেন যে আহা এমন মিষ্ট শ্রুতিসুখকর বাক্য ত কখন শ্রবণ গোচর করি নাই। প্রিয়া আমার যেমন মিষ্ট ভাষিণী তেমনি বিচক্ষণা। এমন সকল কথা কি কখন অন্য রমণীতে সম্ভবে। আহা তান লয় বিশুদ্ধ কোকিলের রব আমার এমন মিষ্ট ও স্নিগ্ধকারী বলিয়া বোধ হয় না! অনেক অনেক বার চন্দ্রের জ্যোতি শরীরে লাগিয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে আমার তেমন শরীর জুড়ায় নাই, অদ্য এই লোক ললামভূতার সর্ব্বলোক প্রিয় বীরতাপূর্ণ বিশুদ্ধ ভাবযুক্ত মধুময় বচন শ্রবণ করিয়া, বীরকুলোচিত ও সাধুতাসঙ্গত ভঙ্গি সন্দর্শন করিয়া আমি যেমন তৃপ্তিলাভ করিলাম। তিনি হৃদয়কে বলিতে লাগিলেন, হে হৃদয় আশ্বস্ত হও; তোমার আর ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন নাই; ঐ মনোমোহিনী তোমার আনন্দদায়িনী হইবেন সন্দেহ নাই; চক্ষু স্থির হও পলকে প্রলয় জ্ঞান করিও না, ইহার পর আর তুমি মুদ্রিত হইতে পারিবে না, সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী তোমার নিকটবর্ত্তিনী হইবেন। এই বলিতে বলিতে তিনি নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

এদিকে নগরী উৎসবান্বিত হইতে লাগিল। অসংখ্য লোক ক্রমে ক্রমে দিগদিগন্তর হইতে আসিল। সকলেই তারার বিবাহের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কেহ বলিতেছে যেমন উপযুক্ত পাত্র তেমনি আমাদের রাজকুমারী; আহা বিধাতা কি অপূর্ব্ব নয়ন রঞ্জনই মিলন করিয়াছিলেন; এমন না হইলে কি শোভা পাইত! আর কেহ বলিতেছে যে ওহে ভাই এমন অযুক্ত কথা গুলা কেন প্রয়োগ করিতেছ, করি মস্তকেই গজমুক্তার শোভা হইয়া থাকে, মুক্তার মালা কখন ক্রীড়াশীল বানরের গলায় শোভা পায় না; আর দেখ প্রফুল্ল শতদল কখন শুষ্ক সরোবরের শোভা সম্পাদন করে না; নক্ষত্র বেষ্টিত না হইলে কি চন্দ্রমার শোভা হয়, তাহা আবার বলিতেছ কি। এইরূপে কোথাও হাস্য, কোথাও পরিহাস, কোথাও বাকবিতণ্ডা হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে রাজকুমারীর বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। রাও সুরতন্ একবারে অপত্য মায়াব বশীভূত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন কেমন করিয়া আমি তারাকে শ্বশুরগৃহে প্রেরণ করিব; আহা তারা যে আমার হৃদয়ালোক, কেমন করিয়া আমি অন্ধকারে থাকিব; আমার প্রফুল্ল কমলিনী কোথায় পাঠাইব; আমি তারাধনে না দেখিতে পাইয়া কেমন করিয়া নয়নতারা মুদ্রিত করিব। এই রকমে মাহারাজ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অপত্য স্নেহে কতই কি হৃদয় মধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এদিকে তারার বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নগরী আলোকাকীর্ণ হইল। পথ ঘাট সকল পরি-

স্কৃত হইল। সভা রচনা হইতে লাগিল। নানা দেশীয় রাজা সকল সভায় উপস্থিত হইলেন। দেখিয়া রাও সুরতন্ মহাবীর পৃথ্বীরাজকে সভায় আনয়ন করিলেন। যখন সূর্য্য-কুল প্রদীপ পৃথ্বীরাজ আসিয়া সভায় অধিবেশন করিলেন তখন সভা কি জনমনোহারিণী রূপই ধারণ করিয়াছিল। এদিকে সভাস্থ সকলেই রাজকুমারী তারার বাহিরে আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মালতী বলিলেন সখি এস এস একবার তোমাকে মনের সাধ মিটাইয়া সাজাইয়া দিব। এই বলিয়া মালতী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া তথা হইতে উত্তোলন করিলেন এবং মনের সাধে তারাকে সাজাইতে লাগিলেন। প্রথমে মস্তকের বীর বেশোচিত কিরীটি খুলিয়া অপূর্ব্ব বেণী বিনাইয়া দিলেন। তাহার পর যেখানে যাহা সাজিল তাহা পরাইয়া দিলেন। পরি-শেষে এক মহামূল্য পট্ট বস্ত্র পরিধান করাইয়া সজল লোচনে বলিতে লাগিলেন, দেখ দেখ পুরবাসিনীগণ অদ্য আমাদের কি সুখের দিন; এরূপ জগজ্জন মনোহারিণী রাজকুমারীর অদ্য বিবাহ হইবে, আমাদের কি আনন্দের দিন উপস্থিত হইল; বলিতে পারি না সখী আজ কি নয়ন রঞ্জন রূপই ধারণ করিয়াছেন, দেখিলে মনে হয়, যেন নীল নভোমণ্ডলে সৌদামিনী খেলিতেছে। এই বলিয়া তিনি তারার হস্ত ধারণ করিয়া সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। দেখিয়া সকলে একবাক্য হইয়া বলিতে লাগিল এ রূপ কল্পিত না প্রকৃত! এমন অলৌকিক রূপ রাশি আমরা কখন দর্শন করি নাই।

শারদীয় চন্দ্র শোভা, বাসন্তি কুসুম বিলাস, ও মকরন্দ পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলের সুস্নিগ্ধ মধুর ভাব এই রমণী রত্নে শোভা পাইতেছে। এইরূপ নানা কথা সভাস্থলে সকলে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাহার পর যখন রাও সুরতন্ কন্যা সম্প্রদান করেন তখন সকলে জয় জয় শব্দ করিয়া উঠিল; মঙ্গলবাদ্য বাজিতে লাগিল। তখন সুরতন্ পৃথ্বীরাজের করে তারার কর সংলগ্ন করিয়া বলিলেন, বাবা পৃথ্বী আমি তোমাকে স্বরাজ্যের সহিত আমার নয়নতারা দান করিলাম এবং পরম দেবতাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করি তুমি রজঃপূত কুল তিলক হইয়া বংশোচিত কীর্ত্তি লাভ কর এবং তোমরা উভয়ে দীর্ঘজীবী হইয়া পরম দাম্পত্য প্রণয়ে পরস্পর সুখী হও; আর নির্ম্মল যশের আলয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ উজ্জ্বলকর। এই বলিবামাত্র তারা ও পৃথ্বীরাজ উভয়ে ভূতলে লুটিয়া সুরতন্‌কে প্রণাম করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের কয়েক দিবস পরে নব দম্পতীর মিওয়ারে যাইবার কথা রায় সুরতনের নিকট প্রস্তাবিত হইল। ঐ প্রস্তাবে তিনি নিস্তব্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পৃথ্বীরাজকে বলিলেন, বৎস তুমি তোমার দেশে যাইবে তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই; কিন্তু বৎস

আমি তারাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব বল। রাজা এই রূপ কত কথাই বলিলেন। পরিশেষে অগত্যা তাঁহাকে অনুমতি দিতে হইল। এদিকে যাইবার সকল উদ্‌যোগ হইতেছে শুনিয়া পিতৃবৎসলা তারা একেবারে চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, আমি কেমন করিয়া পিতাকে ছাড়িয়া যাইব; আমি যে কখন পিতাকে ছাড়িয়া কোথাও যাই নাই ; উঃ হৃদয় যে কোন মতে প্রবোধ মানিতেছে না ! কি করি, হা বিধাতঃ তোমার মনে কি এই ছিল। এই রূপ বলিতে বলিতে তারার মাতাকে মনে পড়িয়া গেল। তখন তিনি মাতৃ সম্বোধনে বলিতে লাগিলেন, হা মাতঃ তুমি যদি আমাদের ছাড়িয়া অকালে না যাইতে তাহা হইলে আজ্ কি সুখেরি দিন হইত। আমি এখন পিতাকে কাহার নিকট সমর্পণ করিয়া যাই। কাহারও কাছে রাখিয়া এক দণ্ড সুখী হইতে পারিব না। রে হৃদয় তুমি দ্বিধা বিভিন্ন হও, তাহা হইলে আমি সকল দিকে রক্ষা পাই। এই কথা বলিতে বলিতে আবার ভাবিলেন, আমি কি কঠিন, কেমন করিয়া প্রাণনাথকে ছাড়িতে চাহিতেছি। তারা এইরূপ পিতৃচিন্তাতে নিমগ্ন আছেন এমন সময় পৃথ্বীরাজ আসিয়া বলিলেন প্রিয়ে তোমার বদন সুধাকর রাহুগ্রস্ত দেখিতেছি কেন ? যেমন নীল নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পূর্ণ সুধাকর লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়, অদ্য তোমাকে তেমনি দেখিতেছি কেন ? আমার কি কোন অজ্ঞাত অপরাধ হইয়াছে ? বল বল, তোমার মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছে। এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তারা বলিলেন, নাথ এত

উতলা হইতেছ কেন? তুমি আমার নিকট কি অপরাধ করিবে বল? আমি হইলাম নীচ নারী জাতি, তুমি হইলে উত্তম পুরুষ। আমার আর কিছু ভাবনা হইতেছে না। বলিতে কি নাথ আমার হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইতেছে। বিষাদ এই যে, আমি আমার পিতাকে ছাড়িয়া দীর্ঘকাল কখন কোথাও যাই নাই। কেমন করিয়া তাঁর বিরহ সহ্য করিব, এই ভাবিয়া আমার মন এত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। পৃথ্বীরাজ কহিলেন তোমার ভাবনা কি? তিনি ত তোমার মত কোমলান্তঃকরণ স্ত্রী নহেন যে, তোমার মত অধীর হইবেন। পৃথ্বীরাজ তারাকে এইরূপ বুঝাইয়া কহিলেন, এখন আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, চল যাত্রার সকলি প্রস্তুত প্রায়।

এদিকে রাজা সুরতন্ কন্যার যাইবার উপযোগী সকল সামগ্রীই আয়োজন করিয়া দিলেন এবং যানাদি সকল সাজান হইল দেখিয়া মালতী তাড়া তাড়ি তারার মন্দিরে আসিয়া দেখিলেন সখী সজল নয়নে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। দেখিয়া মালতী জিজ্ঞাসা করিলেন সখি অদ্য এ ভাবাপন্ন দেখিতেছি কেন? শুনিয়া তারা হূ হূ করিয়া কাঁদিয়া মালতীর গলদেশে তাঁর সুধাকর বিনিন্দিত বদনমণ্ডল রাখিয়া বলিলেন, প্রাণ প্রতিমে অদ্য আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলাম, সখি আমাকে জন্মের মতন বিদায় দাও, আর অদ্যাবধি আমার নিমিত্ত তোমাকে কষ্ট করিতে হইবে না। প্রিয়সখি তোমার স্নেহ বিগলিত বাক্য সকল

আমি কেমন করিয়া বিস্মৃত হইব! আমার নিমিত্ত তুমি যে কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছ তাহা এক মুখে বলিতে পারি না। সজনি তোমাকে আমি ভুলিতে পারিব না, কিন্তু সখি তুমি আমাকে ভুলিয়া যাইবে, কারণ আমা হইতে তোমার কোন উপকার হইল না, কেবল আমি তোমাকে আমার বিপদের ভাগীই করিলাম। এই বলিতে বলিতে তারার নয়ন যুগল হইতে দরদরিত অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। পরিশেষে তারা অতি কষ্টে রোদনের বেগ সম্বরণ করিয়া মালতীর হাত ধরিয়া বলিলেন সখি আমার একটী শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে; সখি আমি অদ্য হইতে তোমার নিকট পিতাকে সমর্পণ করিলাম, যে পর্য্যন্ত আমি প্রত্যাগমন না করি সেই পর্য্যন্ত তুমি আমার স্থানীয় হইয়া পিতার পরিচর্য্যা কর। এই কথা শুনিবামাত্র মালতীর কোমল গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রু-ধারা পড়িতে লাগিল। তিনি বলিলেন সখি আমাকে পরি-ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে! আমি কেমন করিয়া তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধারণ করিব! তোমার শারদীয় চন্দ্রসম বদন শোভা আমি যে এক ক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারি না। উঃ! সখিরে আমি কেমন করিয়া প্রাণ থাকিতে তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করিব বল। সজনি আমি যে কোনরূপ মনঃকষ্ট পাইলে তোমার নিকট জুড়াইতাম, অদ্য আমি সেই বিশ্রাম স্থল কোথায় করিব। তোমার নিমিত্ত রাজবাড়ী অন্ধকার হইবে। তোমার স্নেহ বিগলিত বচন আমি শুনিয়া যে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতাম; হায় অদ্য আর সেই

স্নেহ মাখা কথা যে শুনিতে পাইব না! সখি অদ্যাবধি আমরা হৃদয়ান্ধকারে কেমন করিয়া থাকিব! এই রূপে মালতী সকরুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তারার যাইবার সকল উদ্যোগ হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ সুরতন্ বলিলেন বৎসে মালতী আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই তারাকে যানারোহণ করাইয়া দাও। এই কথা শুনিবামাত্র তারা ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সেই স্থানে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ তারাকে কহিলেন উঠ উঠ বৎসে আর কেন রোদন করিতেছ, আমি মাসে দুই তিন বার তোমাকে যাইয়া দেখিয়া আসিব। রাজা এই প্রকার কত মতে বুঝাইয়া তারাকে তথা হইতে উঠাইলেন। তাহার পর তারা এক জন বৃদ্ধ পরিচারিকাকে বলিলেন মাতঃ আমি আমার হৃদয় রত্ন মালতীকে তোমাকে সমর্পণ করিলাম, অদ্যাবধি ইনি আমার স্থানীয় হইলেন। এই বলিয়া তারা মালতীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া যানারোহণ করিলেন।

যাইতে যাইতে পথিমধ্যে তাঁহারা মনোহর দৃশ্য সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। পৃথ্বীরাজ বলিলেন দেখ দেখ প্রেয়সি কেমন বনরাজি সকল সাজিয়া জগতের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে; ঐ দেখ করিকুল যূথবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছে; ঐ দেখ মৃগ সকল লম্ফ প্রদান করিয়া মৃগীকে পশ্চাৎ রাখিয়া ধাবমান হইতেছে; বৃক্ষ হইতে পক্ষী সকল বৃক্ষান্তরে উড়িয়া যাইতেছে এবং চঞ্চু দ্বারা স্বীয় শাবককে আহার প্রদান করিতেছে; ঐ দেখ কোকিল কোকিলা একত্রে বসিয়া কেমন

বিশ্বরাজের প্রণয় সম্পাদন করিতেছে; চাতক চাতকিনী নব-ঘনকে না দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে; দেখ দিবস অত্যন্ত গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়াছে; নিদাঘ সময়ের কোলাহল আর কিছুই শ্রুত হইতেছে না; কাক সকল কর্কশ রবে বিরত হইয়া অটবির ঘন শাখায় বসিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছে। এস আমরাও এই সময়ে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করি। এই বলিয়া পৃথ্বীরাজ বাহকদিগকে এবং অন্য অন্য সমভিব্যাহারিবর্গকে বিশ্রাম করিতে অনুমতি করিলেন। সকলে সন্নিহিত এক আম্র কাননে শ্রমাপনয়ন করিতে লাগিলেন।

দিবসের পরিণাম উপস্থিত হইল। সকলে পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে পর পৃথ্বীরাজ তারাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রেয়সি দেখ দিবস কি রমণীয়তা ধারণ করিয়াছে! দেখিলে বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বকার্য্য সকল মনোমধ্যে কি অদ্ভুত প্রতীয়মান হয়! তাঁহারা এই রূপ কথা কহিতেছেন এমন সময়ে লোক লোচন সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইলেন। পৃথ্বীরাজ বলিলেন, দেখ দেখ প্রিয়ে সন্ধ্যাদেবী কি মনোহর রূপই ধারণ করিয়াছেন! দেখিলে মনোমধ্যে কি আনন্দ রস উচ্ছলিত হয়! কুমুদিনী নায়ক স্বীয় প্রিয়তমাকে প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া যেন হাসিতেছেন; নক্ষত্রমালা তাঁহার চতুর্দিকে কি মনোহর ভাবেই শোভা পাইতেছে; কুমুদিনী স্বীয় সপত্নীগণকে স্বামীর পার্শ্ববর্ত্তিনী দেখিয়া ঈর্ষায় বদন উত্তোলন করিতেছেন না; প্রিয়ে প্রকৃতিরও কি সপত্নীভাব আছে! শুনিয়া তারা ঈষৎ হাস্য

করিলেন। এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাঁহারা অনেক পথ অতিক্রম করিয়া গেলেন।

ক্রমে রাত্রি গভীর ভাব ধারণ করিল। দেখিয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন, প্রিয়ে এই গভীর রজনীতে কত স্থানে ব্যাঘ্রের ন্যায় অর্থলোলুপ তস্করগণ অর্থতৃষ্ণায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে—কত স্থানে বা পরানুরাগী লম্পটগণ অতি চকিত ভাবে নিঃশব্দে পরকীয় দ্বারোদ্ঘাটন করিতেছে—কোন গৃহে দীর্ঘ বিরহের পর অপূর্ব্ব মিলন, কোন গৃহে বা দীর্ঘ মিলনের পর ঘোরতর বিরহ ঘটনা হইতেছে—কোথাও বা মানিনী ক্ষীণাধরে নায়কের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে—কোন কুলমহিলা শিশু সান্ত্বনায় ব্যস্ত হইয়া প্রিয়তমের শুশ্রূষায় পরাঙ্মুখ হইতেছে—কোথাও বা কোন উদ্ধত নবীন যুবা মোহান্ধ হইয়া নব পরিণীতা কামিনীকে পদাঘাত করিতেছে—কাহারাও বা নীরস গৃহ আলাপে মনকে চরিতার্থ করিতেছে—কোথাও সপত্নীতে সপত্নীতে কোন্দল করিতেছে—কোথাও বা বিশুদ্ধ বিমল বিদ্যাচর্চ্চা হইতেছে—আহা কেমন সুস্নিগ্ধ মধুময় মন্দ মন্দ নিদাঘানিল বহিতেছে—বৃক্ষপত্রের মর মর শব্দে কর্ণ জুড়াইতেছে—মধ্যে মধ্যে বন্য কপোত সকল গম্ভীর রবে প্রহরির কার্য্য করিতেছে—কুসুমসকল কেমন বিকাশচ্ছলে হাসিতেছে—পবন তালে তালে গান করিয়া কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতেছে। পৃথ্বীরাজের এইরূপ কথা সকল শুনিয়া তারার বিমর্ষ মনও কিঞ্চিৎ সুস্থ হইল। এদিকে রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল। কুমুদিনী নায়ক অস্তা-

চলাভিমুখী হইলেন। রাজবাটী ক্রমশঃ অতি নিকট হই তেছে শুনিয়া তারা সম্পূর্ণরূপে নিস্তব্ধ হইলেন এবং পৃথ্বী রাজও চুপ করিয়া রহিলেন।

সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে তাঁহারা মিওয়ারের রাজ ভবনে আসিয়া পৌছিলেন। মহারাজ রায়মল আহ্লাদ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অপার স্বর্গসুখ অনুভব করিলেন। মাঙ্গল্য ক্রিয়া সমাপন হইলে পর মহারাজ কুসুমেরু নামক অপূর্ব্ব বাসস্থান নব-দম্পতীর বাসের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শুভক্ষণ দেখিয়া রাজকুমার ও নববধূ কুসুমেরুতে প্রবেশ করিলেন। ঐ কুসুমেরুর সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব। উহার অনুপম শোভা নিবন্ধন প্রায় সকল লোকেই উহাকে কমল মেরু বলিত। আহা তাঁহাদের আবাস অট্টালিকা কতই সুন্দর! যদি বিধাতা সহস্র লোচন দিতেন তাহা হইলেও দেখিয়া সাধ মিটিত না! সেখানে বসন্ত সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছেন। কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া বিশ্বরাজ্যের শোভা সম্পাদন করিতেছে। বৃক্ষ লতা সকল ফল ভরে অবনত হইয়া যেন বিশ্বস্রষ্টাকে শত শত ধন্যবাদ দিতেছে। কোমল কমল সকল পূর্ণ সরোবরে বায়ু ভরে দুলিতেছে। ভ্রমরগণ গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া তাহাতে একবার বসিতেছে

একবার উড়িতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল আলবালে কি শোভাই পাইতেছে। কোকিল সকল স্থানে স্থানে বসিয়া কুহু কুহু করিয়া কমলমেরুর অধিকতর শোভা সম্পাদন করিতেছে। ময়ূর ময়ূরী সকল কেকা রব করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শুক সারি সুখেতে বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়া সকল যেন বসন্তের যশ ঘোষণা করিতেছে। মারুত হিল্লোলে পাদপ শাখা সকলকে দুলাইতেছে। পৃথ্বীরাজ ও তারা সেই কমলমেরুতে অবস্থান করিয়া দাম্পত্যের অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

একদা, পৃথ্বীরাজ জয়লাভান্তে, কোন যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগত হইয়া তারাকে যুদ্ধের সমুদয় বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে কমলমেরুর নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। তাহাতে তারা যার পর নাই হর্ষান্বিত হইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা বলিলেন নাথ দেখ দেখ ঐ অশোক তরুটীর সঙ্গে মাধবী লতার কি অপূর্ব্ব সংযোগ হইয়াছে! আহা ইহাদের উভয়ের মিলন কি নয়ন প্রীতিকর। পৃথ্বীরাজ শুনিয়া বলিলেন প্রিয়তমে মাধবী আপনিই অশোককে প্রণয় গুণে আবদ্ধ করিয়াছে। আরও দেখ প্রিয়ে তার নিকটে উচ্চ শাল্মলী বৃক্ষ রহিয়াছে কিন্তু মাধবীর একটী শাখাও সে দিকে যায় নাই। পৃথ্বীরাজ অপর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন প্রিয়ে দেখ দেখ অপরাজিতা করবীর আশ্রয় করিয়া কি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে। করবীর কোলে অপরাজিতার

অপূর্ব্ব মধুর নিলীমা কি আশ্চর্য্য মানাইতেছে। আবার করবীর কোলে অপরাজিতাকে দেখিয়া চপলার যেন আর হাসি ধরিতেছে না বোধ হইতেছে। এই বলিয়া পৃথ্বীরাজ তারার চিবুক ধরিয়া কহিলেন অয়ি মুগ্ধে তুমি কি জানন। যে যেমন পাত্র তার উপযুক্ত পাত্রী হইলে কি উত্তমই হয়। তারা ভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন, দেখ দেখ নরেশ্বর ঐ চম্পকের আর ঝুমকালতার কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই হইয়াছে। আবার দেখ তরুলতা কেমন নিজ ভুজযুগ দ্বারা সহকারকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় যেন, তরুলতা বিচ্ছেদের আশঙ্কায় শত বাহু বেষ্টনে পতির সর্ব্বাঙ্গ আবদ্ধ করিয়া রহিয়াছে। তরুর পতিনিষ্ঠা দেখিয়া আমার মনে হইতেছে যে আমি তোমাকে চিরকাল বক্ষস্থলে বাঁধিয়া রাখি, আর যেন আমাদিগের বিচ্ছেদ না হয়। এই কথা শুনিয়া পৃথ্বীরাজ তারার কোমল করতল আপনার বক্ষস্থলে স্থাপিত করিয়া বলিলেন প্রণয়িনি যেমন দেবাদিদেব মহাদেব বিশ্ব জননীর পাদপদ্ম বক্ষস্থলে স্থাপন করিয়াছিলেন আমিও তেমনি অদ্যাবধি তোমাকে আমার হৃদয় দান করিলাম। এই বলিতে বলিতে পৃথ্বীরাজ তারাকে বক্ষস্থলে ধারণ করিলেন।

এইরূপে তাঁহারা কথোপকথন করিয়া চিরদিনের পিপাসিত মন চরিতার্থ করিতেছেন, উভয়ে উভয়ের মুখচন্দ্রিমা নিরীক্ষণে অপার আনন্দে সন্তরণ করিতেছেন, এবং, কমলমেরুর শোভা দেখিতেছেন। এবং কতই কি ভাবিতে-

ছেন। হায় যে দিনে অকস্মাৎ এই সুখের সাগর একবারে শুষ্ক হইবে, যে দিনে বিধাতার লিখনানুসারে এক অশনি-পাতে দুই জনের প্রাণ যাইবে, সেই দুর্দিন প্রভাত হইতে চলিল! সেই উপস্থিত ভয়ঙ্কর ঘটনা আমি কেমন করিয়া বলিব! রে বিধাতঃ! তোমার মনে কি এতই ছিল! হায় কেমন করিয়া এই নবীন দম্পতী কুসুমকে অকালে হরণ করিবি! হায়, তোমার নিকট, কি ধনবান কি নির্ধন, কি শৌর্য্যবীর্য্যশালী পুরুষ কি নির্ব্বল কিছুরই বিচার নাই। রে কাল! তোমার কঠিন দন্তে সকলই চূর্ণ হইতেছে। তোমার মায়া নাই, দয়া নাই। তোমার হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত যে কাহার উপর দৃষ্টিপাত কর না? তুমি রাজা দেখিয়াও ভয় পাও না, তুমি গরিব দেখিয়াও দয়া কর না। তোমার কি একই গতি! তোমার কি কিছুই বিবেচনা নাই! তোমাকে বিনয় করি আর কাহাকেও এই রূপ করিও না। মনুষ্যের সাধ্য কি যে তোমার গতি নিরোধ করে। তোমার সাহায্যেই সকল হইতেছে, অথবা, তুমিই সকল করিতেছ, কেবল মনুষ্য নিয়তির ভাগী হইয়া দুর্নামগ্রস্থ হইতেছে। যাহা হউক তোমাকে ধন্য! যে তোমার করাল কবলে একবার পড়িয়াছে তাহার আর নিস্তার নাই। উঃ তুমি কি কঠিন হৃদয়! এই অপরিসীম রূপ রাসি দেখিয়া কি তোমার হৃদয়ে দয়া হই-তেছে না!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

একদা তারা ও পৃথ্বীরাজ কমল মেরুতে বসিয়া আছেন এমন সময়ে তাঁহার ভগিনী শিরোহিপতি প্রভুরাওয়ের পত্নীর নিকট হইতে এক পত্র আসিয়া পৌঁছিল। তাহাতে তাঁহার ভগিনী অনেক কাতরতা প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে তোমার ভগিনীপতি প্রত্যহ অহিফেণ সেবন করিয়া আমার বিস্তর অপমান করেন; আমাকে সর্ব্বদাই প্রায় খাটের নীচে ফেলিয়া রাখিয়া অনিয়ম কার্য্য সকল করিয়া থাকেন; এই দুরন্ত কৃতান্ত কর হইতে আমার নিষ্কৃতি কর; আমাকে পিত্রালয়ে লইয়া যাও। এই কথা অবগত হইয়া পৃথ্বীরাজ যেন মদোন্মত্ত সিংহের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন, এবং দুই চক্ষু রক্ত বর্ণ করিয়া শিরোহি অভিমুখে গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। তারা, হঠাৎ এবংবিধ কার্য্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, পৃথ্বীরাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, নাথ অকস্মাৎ কেন ভাবের ব্যতিক্রম দেখিতেছি? কি হইয়াছে আমাকে বল শুনিয়া উত্তপ্ত প্রাণকে শীতল করি। তোমার ক্রোধের লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে যে কোন ভয়ানক অনিষ্ট হইয়া থাকিবে। এই কথা শুনিয়া পৃথ্বীরাজ তারাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে তোমার ভয়ের কারণ নাই, তুমি কোমল নারী জাতি সকলেতেই ভয় করিয়া থাক। এই বলিয়া তিনি পত্রের আদ্যন্ত তারার নিকট ব্যক্ত করিলেন, এবং আমাকে এখনি যাইতে হইবে, এ অপমান আর সহ্য হয় না,

এই বলিয়া নীরব হইলেন। তখন তারা ভাবি বিরহের আশ ঙ্কায় কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া তাহার পর বলিলেন, নাথ, তোমার যাওয়া হইবে না, আমি কেমন করিয়া তোমাব বিচ্ছেদ সহ্য করিব! শুনিয়া পৃথ্বীরাজ বলিলেন, প্রিয়তমে ভাবনা কি আমি সেখানে থাকিবার নিমিত্ত যাইতেছি না, কেবল সেই দুর্বৃত্তের দমনের নিমিত্ত যাইতেছি। প্রিয়ে ভয় নাই, আমি অল্পদিনের মধ্যে আসিয়া তোমার বদন চন্দ্রিমা দর্শন করিয়া আমার নয়ন চকোরকে তৃপ্ত করিব। এই সকল শুনিয়া যখন তারা জানিলেন যে সত্যসত্যই পৃথ্বীরাজ চলিলেন, তখন তিনি সজললোচনে বলিতে লাগিলেন, নাথ অদ্য কেন আমার প্রাণ বিহঙ্গম দেহ পিঞ্জর হইতে প্রয়াণের চেষ্টা পাইতেছে? অদ্য কেন আমাব দক্ষিণ আঁখি স্পন্দিত হইতেছে? আমার মন কেন বিপদের আশঙ্কা করিতেছে? নাথ কল্য যখন নিশিপ্রভাত হইয়াছে তখন আমি এক অমঙ্গলকর স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাই প্রাণনাথ এতক্ষণ তোমাকে আমি আলিঙ্গন করি নাই। দেখিলাম যেন তোমাকে হৃদয়ে লইয়া আমি অসংখ্য পর্ব্বত নদ নদী নগর গ্রাম বন উপবন সকল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছি; যেমন আমি তোমাকে লইয়া দ্রুতবেগে যাইব অমনি তুমি আমার হৃদয় হইতে পড়িয়া গেলে। আমি সেই অবধি আর দেখিতে পাইলাম না। নাথ আমার হৃদয় সেই জন্যই ব্যাকুল হইতেছে। আমার মন সেই জন্যই তোমাকে আর ছাড়িতে চাহিতেছে না। প্রাণনাথ তোমার

নিমিও আমি এক ক্ষণও কোথাও থাকিতে পারিতেছি না। হায়, আমার মনের আজ্ এ ভাব হইতেছে কেন? সততই যেন ইচ্ছা করিতেছে যে তোমাকে বক্ষস্থলে ধারণ করি, তোমার পূর্ণ সুধাকর মুখ আমি দিবা রাত্রি দেখি, এবং তোমার এই অসীম সৌন্দর্য্যশালী রূপ রাশি যেন এক ক্ষণ অন্তর হইতে না অন্তর করি। আমার কর্ণ তোমার সুধা বিনিন্দিত বাক্য শুনিতে চাহিতেছে; আমার চক্ষু তোমার সৌন্দর্য্য দেখিতে লোলুপ হইতেছে; আমার নাসিকা তোমার গাত্রের সুগন্ধ ঘ্রাণের ইচ্ছা করিতেছে; আমার হস্ত তোমার পদ সেবা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে। নাথ আমার চরণ প্রতিক্ষণে তোমার সহিত ধাবমান হইবার চেষ্টা করিতেছে, আমার নিমিত্ত যাইতে পারিতেছে না। তারা এই বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলে পৃথ্বীরাজ বলিলেন প্রিয়ে তোমার অন্তর কোমল—কমল অপেক্ষায় কোমল—তুমি কেন মিছা চিন্তা তরঙ্গে মনকে বিলোড়িত করিতেছ এবং অনর্থক কষ্ট দিতেছ? এই বলিয়া তিনি তাহাকে বুঝাইয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শিরোহি অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তারা চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

তারার পাণিগ্রহণের পর পৃথ্বীরাজ কত যুদ্ধেই গমন করিয়া জয় লাভ করিয়া ছিলেন। কোন কোন যুদ্ধে তারা তাঁহার সমভিব্যাহারিণীও হইয়াছিলেন; কিন্তু অনেক যুদ্ধেই তাঁহার যাওয়া ঘটে নাই। তাহা বলিয়া যে তিনি তাঁহার যুদ্ধ যাত্রা কালে কোন বারে কোন প্রকার আপত্তি করিয়াছিলেন

এরূপ নহে। বরং তিনি প্রতিবারেই আহ্লাদিত চিত্তে প্রাণেশ্বরের অপরিসীম উৎসাহকে অধিকতরই বৰ্দ্ধিত করিতেন। এবার কিন্তু তাঁহার মন ভিন্ন প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন রহিল।

নিশীথ সময়ে পৃথ্বীরাজ শিরোহিতে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া প্রাচীর দিয়া কৌশলে প্রাসাদের উপরিভাগে উঠিয়া একেবারে প্রভুরাওয়ের শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার কণ্ঠদেশ সমীপে তরবারি ধারণ করিয়া বলিলেন, রে নরাধম তোকে এই করস্থিত তরবারি দ্বারা নিধন করিয়া ক্ষত্রিয় বংশের কলঙ্ক মোচন করি। এই বলিয়া তিনি সেই তীক্ষ্ণধার অসি উত্তোলন করিলেন। দেখিয়া প্রভুরাও প্রাণ ভয়ে শঙ্কিত হইয়া দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্ত্রীও সহোদর সমীপে তাঁহার প্রাণদানের প্রার্থনা করিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতাকে নানাবিধ মিষ্ট বাক্য বলিয়া পূর্ব্বকার দোষাপনোদন করিতে লাগিলেন। শুনিয়া পৃথ্বীরাজের ক্রোধ শমিত হইল। তিনি প্রভুরাওকে বলিলেন, যদি তুমি তোমার পত্নীর পাদুকাদ্বয় মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার পাদস্পর্শ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণদান করিব; নতুবা আমি তাহাতে অসমর্থ। প্রভুরাও শালক সমীপে তাহাই করিলেন এবং বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেমন করিয়া পারি ইহার প্রতিফল দিব। তার পর শালক ও ভগিনীপতি আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন।

প্রভুরাওয়ের যত্নাতিশয়ে পৃথ্বীরাজ তাঁহার বাটীতে পাঁচ দিবস অবস্থিতি করিলেন। নানা আনন্দে তাঁহাদের দিন কাটিল। একদা তিনি বসিয়া নিসর্গ সন্দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার তারার সেই কাতরতা মনে পড়িল। তখন তিনি একেবারে প্রেম পারাবারে ঝম্পপ্রদান করিলেন। তাঁহার মন আর সেখানে থাকিতে চাহিতেছে না, তাঁহার চক্ষু নিয়ত তারার রূপ সন্দর্শনাভিলাষী হইতেছে। তাঁহার মন তারা বিষয়িণী চিন্তায় নিমগ্ন আছে এমন সময়ে তাঁহার ভগিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসু হইলে পৃথ্বীরাজ বলিলেন, ভগিনি আমি অদ্য এখান হইতে রওনা হইব, তাহাই ভাবিতেছি। এই বলিবামাত্র সেই চারুনয়না দ্রুতপদে পতির নিকট যাইয়া বলিলেন যে, আমার ভ্রাতা অদ্য এখান হইতে যাইবেন তাঁহার সম্মানোচিত সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া দাও। শুনিয়া প্রভুরাও স্বীয় দুষ্টাভিসন্ধির উত্তম সুযোগ পাইলেন। তখন তিনি হৃষ্টান্তঃকরণে তথা হইতে গমন করিলেন। প্রভুরাও এমনি এক মাজুম প্রস্তুত করিতে জানিতেন যে রাজস্থানের আর কেহই তেমন জানিত না। তখন তিনি সেই মাজুমের সহিত এমনি তীব্রতর হলাহল মিশ্রিত করিলেন যে তাহা খাওয়া দূরে থাকুক আঘ্রাণ করিলে, আর কাহার প্রাণ রক্ষার উপায় নাই। হায় তিনি এমন কাজ যে কি ভাবিয়া করিলেন তাহা মনুষ্য চিন্তার অগোচর। রে ক্ষত্রিয়াধম তোমার মনে কি এই ছিল! রে কাপুরুষ তুমি কেন সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম

করিলে না। তাহা হইলে ত মানুষের মনে এত ক্ষোভ থাকিত না। রে নরাধম এই কি তোমার ক্ষত্রিয়কুলোচিত কাজ হইল! এই কি তোমার বীরত্ব প্রকাশ হইল! হায় কেমন করিয়া তুমি এই অতি জঘন্য ঘৃণিত কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলে! তোমার শরীরে কি ভদ্রতা ও দয়ার লেশমাত্রও নাই! তুমি কি পাষাণ হইতেও পাষাণ! তোমার অন্তর কি বিধাতা বজ্রে গড়িয়াছিলেন! আহা তোমা হইতে যে ভারতবর্ষের কি অনিষ্ট সম্পাদন হইল তাহা তুমি কি বুঝিবে! যাহাদের ক্ষতি হইল তাহারাই জানিবে যে তুমি কি সর্ব্বনাশ করিলে!

যৎকালে পৃথ্বীরাজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন তখন সেই দুরাত্মা ক্ষত্রকুলাঙ্গার প্রভু রাও বিশেষ যত্ন ও আদর সহকারে তাঁহাকে স্বহস্ত প্রস্তুত সেই মাজুম দিলেন। উন্নতাত্মা মহোদয় পৃথ্বীরাজ সেই মায়াকারীর কালকূট আদরে গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে যাইতে যাইতে তারা বিষয়িণী চিন্তা তাঁহার মনকে অধিকার করিল। পৃথ্বীরাজ মনে মনে কতই কি ভাবিতে লাগিলেন। একবার মনে করিলেন যে এখনি প্রিয়তমাকে দেখিয়া হৃদয় পরিতৃপ্ত করিব; তাঁহার কোমল করতলে আমার কঠিন করতল স্থাপন করিয়া অপার আনন্দ সলিলে ভাসমান হইব; তাঁহার সেই অপাঙ্গ ভঙ্গি সন্দর্শন করিয়া স্বীয় নয়নের সার্থকতা করিব; হায় আসিবার সময় প্রিয়া যে কি ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাহা মনে হইলে পাষাণ

হৃদয় ব্যক্তিরও হৃদয় বিগলিত হয়; আমি কি কঠিন যখন সেই মৃগনয়নার গণ্ডস্থল দিয়া অনর্গল অশ্রুধারা বহিতে লাগিল তখন সেই সব বারি যেন অগ্নির আকার ধরিয়া ঘৃতের ন্যায় আমার হৃদয়ে আহুতি প্রদান করিতে লাগিল; আমাকে সেই চারুহাসিনী যে কি মনেই করিয়াছেন তাহা কি বলিব! এখন আমি কেমন করিয়া তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইব, এই ভাবিয়া আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। আবার পরক্ষণেই ভাবিলেন আমি এখন প্রিয়ার নিকট অপরাধ স্বীকার করিব। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কমল মেরু তাঁহার নয়ন গোচর হইল। তখন তিনি আহ্লাদে গদগদ হইলেন। প্রিয়া সন্দর্শন লালসায় তাঁহার মন একেবারে অধীর ভাব অবলম্বন করিল। কিঞ্চিৎ শ্রম বোধ হওয়ায় অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে প্রভু রাও প্রদত্ত সেই মাজুম গ্রহণ করিয়া সেবন করিলেন। সেবন করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার শরীর ক্রমশ অবশ হইতে লাগিল।

ভবানী মামাদেবীর মন্দিরের সম্মুখীন হইয়া পৃথ্বীরাজ আর চলিতে পারিলেন না। তখন তিনি হঠাৎ আপনাকে ঈদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরক্ষণেই তাঁহার সংশয়ের অপনোদন হইল। তাঁহার মনে পড়িল যে মাজুম খাইয়া তাঁহার শরীর এই রূপ হইয়াছে। তাহার পর তিনি সেই মাজুম পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে তাহাতে কালকূট মিশ্রিত আছে। দেখিয়া তিনি নৈরাশ্য সমুদ্রে জীবনের আশা একেবারে নিক্ষেপ করিলেন এবং

অনন্ত দুঃখ সাগরে আপনার জীবন তরণী বিসর্জ্জন দিলেন। এই সময়ে তাঁহার মনের ভাব যে কি হইল তাহা সেই ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ ভিন্ন প্রত্যক্ষ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। হায় যিনি আশাকে সহায় করিয়া এতক্ষণ সুখ সলিলে সন্তরণ করিতেছিলেন, প্রিয়া সমাগম মনে করিয়া আহ্লাদে ভাসিতেছিলেন, কত রকম সুখই যাঁহার হৃদয় রাজ্যকে অধিকার করিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এখন আর আশাকে স্থান না দিয়া নৈরাশ্য সাগরে স্বীয় মহামূল্য জীবনকে নিক্ষেপ করিলেন।

ক্রমে ক্রমে শরীর অবশ হইতেছে দেখিয়া পৃথ্বীরাজ তারার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। এই বলিয়া দিলেন যে, আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাত্ কর, আমি ইহলোক হইতে বিদায় হইতেছি। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দূত অতি দ্রুতবেগে গমন করিল এবং কুম্ভমেরুতে উপস্থিত হইল। অবিলম্বে অনুমতি লাভ করিয়া সে অবরোধে প্রবেশ করিল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তারার নিকট প্রভুর আদেশ জানাইল। তাহার মুখে সেই মর্ম্মান্তিক সংবাদ শুনিবা মাত্র পতিপ্রাণা তারা একেবারে হত চেতন হইলেন এবং কি করিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে আলু-লায়িতকেশে পাগলিনীর ন্যায় তিনি কমল মেরু হইতে যাত্রা করিলেন। এদিকে সেই মাজুমের অন্তর স্থিত কালসম কাল-কূট পৃথ্বীরাজের শরীরকে অধিকতর অবশ করিয়া ফেলিল। তারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সেই অসীম সদ্গুণ সম্পন্ন বীর্য্যশালী

উন্নতাত্মা মহাপুরুষ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তারা আসিয়া দেখিলেন যে তাঁর জীবন সর্ব্বস্ব ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছেন। দেখিবামাত্র তিনি চীৎকার করিয়া পৃথ্বীরাজের চরণোপান্তে পড়িয়া গেলেন এবং পৃথ্বী-রাজের মৃতদেহ বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজের সহিত একটী বাহক ছিল সে তারাকে উঠাইল। চেতনা পাইয়া তারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে অনুচর আমার প্রাণ সর্ব্বস্ব কি বলিয়া ইহলোক পরি-ত্যাগ করিলেন? শুনিয়া সে বলিল মহারাজ এই বলিয়া নয়নতারা মুদ্রিত করিলেন যে আমার তারা কই তারা কই তারা কই। তারা এই কথা শুনিবামাত্র আর থাকিতে পারিলেন না, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, নাথ উঠ উঠ তোমার তারা আসিয়াছে, একবার নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ যে তোমার আদরের তারার কি গতি হইতেছে। কেন উত্তর দাও না, আমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? প্রাণবল্লভ কত শত গুরুতর অপ-রাধ ক্ষমা করিয়াছ, আজ্ এ তুচ্ছ অপরাধে আমাকে ক্ষমা করিতে সাহসী হইলে না! নাথ আমি প্রাণ দান করিলেও কি এ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই? প্রাণ সখা তুমি আমাকে ত্যজিয়া কোথায় চলিলে? আর কি এ জন্মে তোমাকে দেখিতে পাইব না? মনের দুঃখে যে বুক ফাটিয়া যাইতেছে! আমাকে এই অসীম যাতনা পারাবারে ফেলিয়া যাইতে কি

তোমার দয়া হইল না! নাথ আমাদের মন যে প্রেম পাশে বাঁধা ছিল, মনে করিয়াছিলাম যে জীবন থাকিতে আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না। প্রাণনাথ আমার হৃদয় যে তোমার বিশ্বাসের বাস স্থান ছিল, আমার মন যে তোমাকেও সেইরূপ ভাবিত। তবে কেন গোপনে গোপনে পলায়ন করিলে? নাথ এই প্রেমের বন্ধন ছেদন করিয়া যাইতে তোমার চরণযুগল কেমন করিয়া চলিল? নাথ তোমার সেই সরল মনে কেমন কবিয়া এ ভাবের উদয় হইল? হায় সেই দয়ার সাগর হৃদয় কেমন করিয়া এত কঠিন হইল? আমার ভাগ্য দোষেই হইয়াছে, তোমার দোষ নাই। হায়, তোমার সেই সরল স্বভাব এখন কোথায় রহিল! কোথায় সেই সাগর সদৃশ ভালবাসা রহিল! প্রভু সকলি যে নিশার সপ্নের তুল্য মনে হইতেছে। আমরা দুই জনে বিরলে বসিয়া ভাবপূর্ণ যে সকল কথা বলিতাম সেই সকল কথা মনে পড়িয়া যে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে! যদি কখন আমাকে বিষাদিত দেখিতে তাহা হইলে যে তোমার ক্ষোভের সীমা থাকিত না। আমাদের দুইজনকে দেখিয়া সকলে বলিত যে এমন বিশুদ্ধ প্রণয় আর ধরাতলে নাই। ভাবিত যে ইহারা বুঝি অভেদ আত্মা হইবে। নাথ সে সকল এখন স্মরণ করিয়া যে হৃদয় দগ্ধ হইতেছে! যে প্রেমে আমাকে নিজ জীবনের অধিক ভাবিতে, আর যে প্রেমে আর আর সকলি তোমার অলীক মনে হইত, যে প্রেমে তোমাকে আমি বাঁধিয়া ছিলাম, নাথ সেই প্রেম এখন কোথায় রহিল! হৃদয়বল্লভ, তুমি যদি

আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়া পলায়ন করিলে তবে আর এই বিফল জীবন ধারণে আমার কি সুখ! উঃ আমি আর কাহার মুখ দেখিয়া নয়নকে চরিতার্থ করিব! আর কাহার বাক্যে আমার কর্ণ সুশীতল হইবে! নাথ রসনা আর কাহার সহিত কথা কহিয়া বাসনা পূরাইবে! আমার সুখ দুঃখের ভাগী আর কে হইবে! নাথ আর আমাকে সুধা বিনিন্দিত বচনে প্রেয়সী বলিয়া কে সম্বোধন করিবে! আমার নিকট প্রেমেতে গদগদ হইয়া আর কে উপবেশন করিবে! আমার এই চির তাপিত মন আর কে সুশীতল করিবে! তোমা বিনা যে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি! নাথ সেই বিদায় কি তুমি আমার নিকট হইতে জন্মের মতন গ্রহণ করিয়াছিলে! ইহজন্মে আর দেখা হইবে না বলিয়া কি আমার মন এত ব্যাকুল হইয়াছিল! এই বলিতে বলিতে সেই পতিপ্রাণা রমণীশিরোমণি চিতা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং মালতীকে লইতে পাঠাইলেন।

এদিকে চিতা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তারা মালতীকে পিতৃরাজ্য দান করিয়া স্বীয় হৃদয়েশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন এবং সেই প্রজ্জ্বলিত চিতায় আরোহণ করি-লেন। দেখিয়া সকলে হাহাকার করিয়া বলিতে লাগিল যে আজ্ সত্য সত্যই কি আমাদের সুখতারা চিরদিনের মত অস্তমিত হইল।

যখন পৃথ্বীরাজ পরলোকগামী হন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম তেইস বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহা হইতে যে রাজপুতানার

ও ভারতবর্ষের কতই উন্নতি সাধন হইত তাহা কে বলিতে পারে।

মামাদেবীর মন্দিরের সম্মুখে তারা ও পৃথ্বীরাজের শেষাস্থিগুলি অদ্যাপি একটী সুদৃশ্য মধ্যমাকার মন্দিরের নিম্নদেশে নিহিত রহিয়াছে।*

হায় পুত্রশোক কি ভয়ানক বিষ! পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই মহারাজ রায়মলের মৃত্যু হইল।

সম্পূর্ণ